ক্ষণজন্মা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

ডেভেনহাম এণ্ড কোং
কলিকাতা

দীপালীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টো-পাধ্যায়ের আন্তরিক উৎসাহে ও তাগিদে এই গল্প লিখিত এবং ধারাবাহিক ভাবে দীপালীতে প্রকাশিত হয়

এর প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একটি সম্পূর্ণ গল্প। অনেকগুলি গল্পের প্লট পেয়েছি আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু—তরুণ বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মণ্মথ রায়ের কাছ থেকে।

বন্ধুবর নির্ম্মল গুহ এর প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং এর মুদ্রণ সৌষ্ঠবের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

তাঁকে সাহায্য করেছেন মাসপয়লা সম্পাদক বন্ধুবর ক্ষিতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ক্ষণজন্মা

এক

চৌধুরীদের বাড়ীতে আজ সকাল থেকে দলে দলে লোকজনের আনাগোনা স্বরু হয়েছে।

হ্যাঁ, কারণ আছে বই কি।

নইলে—একসঙ্গে এতগুলো লোকের এত কৌতূহল কেন?

আমরা কিন্তু এর যথার্থ কারণ এরই মধ্যে বাড়ীর ভেতর থেকে জেনে এসেছি।

বৃদ্ধ বয়সে চৌধুরী-গিন্নির নাকি ছেলে হ'বে।

একটি মাত্র মেয়ে—তার বিয়ে হ'য়ে গেলে—এত বড় সংসারে—বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে না।

পুন্নাম নরকের ভয়ে চৌধুরীর নিটোল গৌরবর্ণ চেহারা দিনকে—দিন চুপ্‌সে যাচ্ছিল—ঠিক এই সময় সুসংবাদ!

কাজেই লোকজনের ভীড় একটু হ'বে বৈ কি!

সাতদিন আগে থেকে—সল্‌তে পাকাতে পাকাতে পিসিমার বেতো হাঁটুতে ব্যথা ধরে গেছে।

চৌধুরী মশায়ের ছোট ভাই নিশি, কল্‌কাতায় আই, এ, পড়ে—রবি ঠাকুরের 'নটীর পূজা' অভিনয় দেখে

অবধি তাকে 'ওরিয়েন্টালের' বাতিকে ধরেছে। সন্ধ্যের মুখে কোত্থেকে এক রাশ পদ্ম নিয়ে এসে হাজির।

নিশি উঠোন থেকে হাঁক দিয়ে বল্লে, রাণু, শিগ্‌গীর আয়—এই পদ্মগুলো আঁতুড় ঘরের চারদিক দিয়ে সাজিয়ে দেবো। খোকা যখন হ'বে—একেবারে ভুর্‌ভুরে পদ্ম-গন্ধ পেয়ে অবাক্‌ হ'য়ে যাবে!—না, তুই

হাসিস্‌নে—স্বর্গে নন্দন-বনের পারিজাতের গন্ধ শোকার অভ্যেস—! তা' পদ্ম-গন্ধও নেহাৎ মন্দ লাগ্‌বে না—কি বলিস ?

রাণু কি একটা ছেলেদের মাসিকপত্র ওল্‌টাচ্ছিল, মুখখানা তুলেই বল্লে, আমি এখন পার্‌বোনা—ছোট কাকা—

নিশি রেগে উঠে বল্লে, কেন কি কচ্ছিস্ তুই ওখানে বসে বসে ?

রাণু অবাক্ হ'বার ভান্ করে বল্লে, বা—রে—তা-ও জাননা ? তিন বছরের পুরাণো "সন্দেশ" এক সঙ্গে করে—ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম দেখ্‌ছি—

এবার নিশির অবাক্ হ'বার পালা ! বল্লে, কেন রে ? ধাঁধার উত্তর দাতা দিয়ে তুই কি কর্‌বি ?

গিন্নি-বান্নির মতো মুখ করে রাণু বল্লে, কি কর্‌ব ?—তা তুমি বুঝ্‌বে কি ? খোকার একটা চমৎকার নাম রাখ্‌তে হ'বে না ?

নিশি হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল ! তাই বুঝি তুই ধাঁধার উত্তর দাতার নাম খুঁজে বেড়াচ্ছিস্ ?

ফোঁস্ করে উঠে রাণু বল্লে, তা বেড়াবো না'ত কি ? সেকেলে—যা-তা একটা বাজে নাম'ত রাখ্‌তে পারিনে !

নিশি বল্লে, আচ্ছা রাণু, খোকা না হয়ে যদি খুকু হয়? রাণু মাথা দুলিয়ে বল্লে, ইস্!—গণকঠাকুর ওবেলা এসে—হাতগুণে বাবাকে বলে গেছে—এবার হ'বে—খোকা—একটি টুক্‌টুকে—মেলিন্সফুডের মতো খোকা।

নিশি বল্লে, তার চাইতে এক কাজ কর্ না—ম্যাট্রি-কুলেশানের গেজেট আনিয়ে নে না—

রাণু কাগজগুলো ফেলে লাফিয়ে উঠে বল্লে, সত্যি আনিয়ে দেবে ছোট কাকা?

নিশি বল্লে, বয়ে গেছে আমার গেজেট খুঁজ্‌তে! চল্লুম আমি এখন পদ্ম সাজাতে!

পিসিমা হাঁ—হাঁ—করে ছুটে এসে বল্লে, একি কচ্ছিস্ নিশি?

নিশি আপন মনে পদ্ম সাজাতে সাজাতে বল্লে, ও তুমি বুঝ্‌বে না—'ওরিয়েন্টাল অ্যাটমস্‌ফিয়ার' তৈরী কচ্ছি—

পিসিমা মুখ বেঁকিয়ে বল্লে, ছাই কচ্ছ! পদ্মের গন্ধ পেয়ে সাপ আস্‌বে যে! কি দস্যি ছেলেরে বাপু—একটা অলক্ষুণে কাণ্ড না বাঁধিয়ে এরা ছাড়্‌বে না!

ওদিকে আর এক কাণ্ড!

বাড়ীর পুরানো চাকর বংশী এক পাল ছাগলের গলায় দড়ি বেঁধে টান্‌তে টান্‌তে এনে হাজির।

রাণু ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে, এ'ত ছাগল কি হ'বে বংশীদা—? আমি পুষ্‌বো।
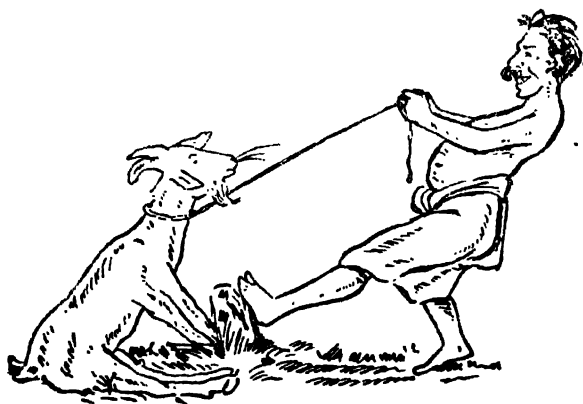
বংশী সবাইকে ডেকে—জড় করে—পিসিমাকে উদ্দেশ করে বল্লে, শোন পিসিমা, খোকাকে কিন্তু মাইয়ের দুধ খাওয়াতে দেবো না—

পিসিমা চোখ দুটো কপালে তুলে বল্লে, সে কি বংশী?—তার জন্যে কি তোরা মাংস-ভাতের ব্যবস্থা কচ্ছিস?

মাথা নেড়ে বংশী বল্লে, না পিসিমা না। খাবে ছাগলের দুধ ; আর কিচ্ছু নয়।

পিসিমা বল্লে, কি তুই বলিস্ ?—ছাগলের দুধ ওর পেটে সইবে কেন ?

বংশী বল্লে, না, সইবে না আবার ! মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছ ? মহাত্মা ছাগলের দুধ খেয়ে থাকেন। বুঝলে ? আমি খোকনকে এখন থেকেই মহাত্মা করে তুলবো। দেখবে একদিন তোমরা এই খোকনের নামে গোটা ভারতবর্ষ দুলে উঠ্‌বে।

ঠিক এমনি সময় আঁতুড় ঘরের ভেতর কান্না শোনা গেল—ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া—

পিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে ও রাণু, শাঁখ বাজা—শুধু শাঁখ নয়—বাইরেকার উঠোনে ঢাক—ঢোল—শানাই-ওয়ালারাও তৈরী হয়েছিল। তাদের ঐক্যতান-বাদনে গোটা গ্রামটা কেঁপে উঠ্‌ল।

পিসিমা আঁতুড় ঘরের হাত সাতেক তফাৎ থেকে ডেকে বল্লে, ও—ঝি, ও—দাই—কি হ'ল ?

ভেতর থেকে জবাব এলো—খোকা গো—দিব্যি ফুটফুটে ছেলে।

রাণু উল্লাসে চীৎকার করে উঠ্‌ল। তার পর

'সন্দেশের' পাতায় আবার ভালো করে মনোনিবেশ করলে।

পিসিমা বল্লে, ও—দাই খোকার মুখে মধু দাও।

মধু পেয়ে খোকা ভয়ানক কান্না সুরু করলে। ওঁয়া —ওঁয়া—ওঁয়া—

পিসিমা এগিয়ে এসে বল্লে, মুখে মিষ্টি পেয়ে খোকা কাঁদছে কেন? দাই বল্লে, মধু কোথায় গো?

পিসিমা জবাব দিলে, কেন কি দিলে ওর জিবে? দাই চেঁচিয়ে উঠে বল্লে—ওমা—এযে রেড়ির তেল!

—দুই—

সেই যে খোকা—রেড়ির তেলে যার মুখ মিষ্টি হ'য়েছিল, তারই আজ মুখে ভাত।

ছোট গ্রামখানি বোধ করি এত বড় ধূমধাম জীবনে দেখেনি।

তা ধূমধাম হ'বেই বা না কেন? একে চৌধুরী বাড়ীর ব্যাপার, তার ওপর চৌধুরী মশায়ের শেষ বয়েসের ছেলে।

একেবারে যজ্ঞি ব্যাপার বললেও চলে। হারাধন সরকার সাত দিন আগে থেকে চৌধুরী মশায়ের এলাকার সমস্ত হাটে ঢোল দিয়ে দিয়েছে—মাছ চাই।

আর কি রক্ষে আছে?

সকাল থেকে বাড়ীর উঠোনে—রুই, কাতলা, চিতোল, বোয়ালে একেবারে ভর্ত্তি হ'য়ে উঠেছে। তবু আসছে—ঝাঁকায়, বাঁকে এবং পিঠে চেপে—ছোট, বড়, মাঝারি—নানা রকমের মাছ।

প্রবীণরা মাথা ঘামাচ্ছেন,—এরপর এ মুলুকে নিরামিষ আহার প্রচলিত হ'বে কিনা।

ভট্‌চায্যি মশায়ের তৃতীয় পক্ষের অর্দ্ধাঙ্গিনীর আবার মাছ নইলে মুখে অন্ন ওঠে না। তাই তাঁরই ভয় সব চাইতে বেশী। ভট্‌চাজ সরকারকে ডেকে পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লেন—হ্যাঁ হারাধন, মুনিবের নাম রাখলে বটে তুমি। এত মাছ একসঙ্গে দেখেছি বলে ত—

বলেই পার্শ্ববর্ত্তী বিপিন চাটুয্যেকে ঠেলা দিয়ে বল্লেন —কী বল হে চাটুয্যে হেঁ—হেঁ—

চাটুয্যে তখন ইলিশ মাছের মুড়োর সঙ্গে কচুর শাক কি রকম উপাদেয় হয়—সেই গভীর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ভট্‌চায্যির হাত এড়াবার জন্যে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, হেঁ হেঁ—তা' বৈ কী, তা' বৈ কী!

ভট্‌চায্যি তখন হারাধনকে ডেকে চুপি চুপি বল্‌লেন, গোটা কয়েক পোনা পাঠিয়ে দাও না হে—আমার ওখানে, জান তো তোমার বৌ ঠাক্‌রুণ মাছের আঁশ দিয়ে ভাত খেতে পারে।

ভটচাজ্‌ গিন্নি যে কী পারেন এবং কী পারেন না, তা' হারাধন সরকারের ভাল রকমেই জানা ছিল। মাথা নেড়ে বল্‌লে, তা' দেবো পাঠিয়ে ঠাকুর মশায়—কত মাছ চিলে নিয়ে যাচ্ছে—তা বৌ ঠাক্‌রুণ খাবেন, এ ত সৌভাগ্যের কথা।

মাছ কোটার ভার নিয়েছিল, রাধু শিকদার; আর তার সহকারীরূপে ছিল, ও পাড়ার ক্ষ্যান্ত।

একসঙ্গে খান বিশেক আঁশ-বঁটি উঠোনের উপর সারে সারে বসে গেছে। কোমরে গামছা জড়িয়ে, হাতে হুঁকা নিয়ে রাধু শিকদার সকলকার খবরদারী ক'রে বেড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ক্ষ্যান্তকে আড়ালে ডেকে কি ক'রে পুকুর ঘাটে মাছ ধোবার সময় হাত সাফাই ক'রতে হয়, তারই সদুপদেশ দিচ্ছে।

ওদিকে আবার আর এক বিরাট ব্যাপার! নামকরণের উৎসব।

শ্রীকৃষ্ণের শতনাম রাখবার সময় সত্যি সত্যিই একশ প্রদীপ জ্বলেছিল কি না, আমার ঠিক জানা নেই! মহাভারত-প্রণেতা বেদব্যাসও সে সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলে যান নি।

কিন্তু আমাদের চৌধুরী বাড়ীর এই নবজাত শিশুটির নামকরণের জন্য যে প্রদীপগুলি জ্বালানো হ'য়েছিল, তার সংখ্যা নির্ণয় করবার জন্যে সত্যি একজন সরকারের দরকার।

এ সব বৃহৎ ব্যাপারে তা না হওয়াই তো আশ্চর্য্য!

স্বয়ং চৌধুরী মশাই থেকে সুরু করে—মা, ঠাকুমা,

পিসিমা, দিদিমা, নিশি কাকু, রানু দিদি, মায় বংশী চাকর আর হারাধন সরকারও প্রত্যেকে এক একটি নামের প্রদীপ জ্বালিয়েছে।
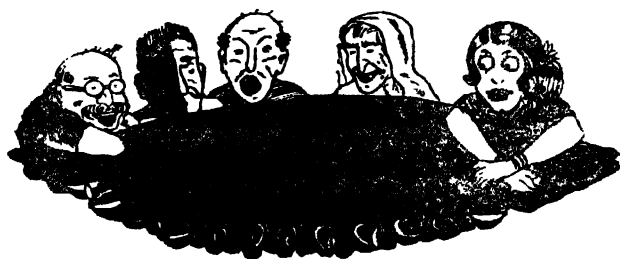
যে প্রদীপটি বেশী দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলবে, সেই নামেই নব-জাত শিশু পৃথিবীতে পরিচিত হ'বে।

রাণু পুরুত ঠাকুরের সাম্‌নে হুম্‌ড়ি খেয়ে বসে আছে—ও পুরুতদা আমার নামের প্রদীপটাতে ঘি বেশী করে দিও—ওটা কিন্তু দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলা চাই, নইলে কিন্তু আমি তোমার আর পাকা চুল তুলে দোবো না—

বংশী চাকরও কম যায় না। আগে থেকেই সে ঠাকুরকে আফিমের লোভ দেখিয়ে রেখেছে। সন্ধ্যার মুখে ঐ পদার্থটি না হ'লে পুরুতদার ঠিক আমেজ আসে না। সেদিক দিয়েও প্রলোভন বড় কম নয়।

কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। লোকে বলে ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে বাজে।

নাম উঠল হারাধন সরকারের। পেলবকুমারও নয়, গর্জ্জন সিংহও নয়—একেবারে সোজাসুজি গণেশচন্দ্র।

রাণু তপ্ত-ভাজা খৈয়ের মতো ছট্‌কে উঠে বল্‌লে,—যেমন হারাধন, তেমনি আমাদের পুরুতদা—নাম হ'ল গোবর গণেশ! আমি বলে দিচ্ছি, ও নাম রাখা চল্‌বে না—চল্‌বে না—চল্‌বে না। বলে, সে কোঁকড়া চুল দোলাতে দোলাতে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

ব্রাহ্মণের হাতের অনুষ্ঠান অস্বীকার করবার উপায় ত' নেই।

যাই হোক্, রাণুকে বুঝিয়ে কোনো রকমে ঠাণ্ডা করে নামাকরণ সমাপ্ত হ'ল।

আবার মুখে ভাত নিয়ে গোলমাল।

নিশি একমাস আগে স্যাকরা বাড়ী থেকে রূপার চামচ তৈরী করে এনেছে, এই দিয়ে নাকি সে খোকার মুখে ভাত দেবে। সে ক্রমাগত সবাইকে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে—এ আর চালাকি নয়; প্রথম থেকেই অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেবো—"Born with a silver spoon in his mouth."

পরে যখন খোকার জীবনী লেখা হ'বে, এ কথাটি বাদ দিলে কোনো মতেই চলবে না।

নিশির ধনুক-ভাঙ্গা পণ। তার কাছে কেউ এগুতে সাহস ক'রলে না।

অন্নপ্রাশনের পর খোকা ঘরে শুয়ে আপন মনে খেলা কর্‌ছিল, রাণু চুপি চুপি এসে তার মুখে একটু পায়েস দিলে।

তার খানিক বাদেই পিসি এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। মুখে দিল একটু ঘন দুধের সর। তারপর
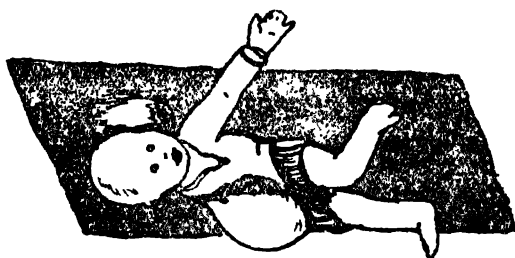
পেটফুলে জয়-ঢাক

দিদিমা, ঠাকুমা, ক্ষ্যান্ত, বংশী চাকর—সবাই আঁচলের তলায় করে কি নিয়ে ঘরে ঢোকে আর সুড়ুৎ সুড়ুৎ বেড়িয়ে আসে, পাছে কেউ দেখতে পায়!

সন্ধ্যের মুখে চৌধুরী মশায় ছেলে দেখতে এসে আঁৎকে উঠলেন।

পেট ফুলে একেবারে জয়-ঢাক! চেঁচিয়ে বল্‌লেন, ডাক্‌ রামতারণ কবরেজকে শিগ্‌গির।

দশটা লোক কাছা-কোঁচা সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে দশ দিকে ছুট্‌ল।

—তিন—

খোকা আর এখন তত ছোট্টটি নেই—

সকলকে সে আস্তে আস্তে চিনে ফেলেছে। চোখ পিট্ পিট্ করে সবাইকে দেখে নিয়ে আপন মনে কি যেন মত প্রকাশ করে। আবার হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌তেও সুরু কর্‌ছে। তাইতে সবার এত ভয়।

খাওয়া আর ঘুমোনোর সময় মাকে কাছে না পেলে শুধু হ্যাঙ্গামা বেঁধে যায়। বাদ বাকি সময় লোকের কোলে-কোলে চড়ে বেড়ায়।

বিমলি দাসী থেকে সুরু করে বাইরের খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা হারাধন সরকারের কোলে যেতেও তার এতটুকু আপত্তি নেই।

যে কোলে নেবে প্রথমটা তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকে চিনে নেয়—তারপর আচম্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোল দখল করে বসে।

এই করে অন্দরে-বাইরে—গোটা চৌধুরী বাড়ীতে সে তার রাজত্ব বিস্তার করে ফেলেছে।

তার বাহন রাণু তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয়

চুমোয় মুখ ভরে দিয়ে নাচাতে নাচাতে বলে—মা, বড় হয়ে ও নিশ্চয়ই জগৎ-জোড়া নাম কিন্‌বে।

মা হেসে বলেন, পাগল। তোর যেমন কথা!

পিসিমা বলে, আহা বেশী বয়সের সন্তান বেঁচে থাক্—এর বেশী আমরা আর কামনা করিনে।

চৌধুরী মশাই বলেন, হ্যাঁ, বেঁচে থাকবে! সেদিনকার রাত্রিরের কথা ত' এখনও ভুলিনি!

কথাটা শুনেই সকলের মুখ শুক্‌নো হয়ে আসে; এ ওর মুখের দিকে তাকায়। সকলেই জানে সে নিজে দোষী। কিন্তু সবাই মিলেই যে দোষী সে কথাটা কারো কাছে পরিস্কার নয়।

রাণু কিন্তু এসব কথায় কান দেয় না। এ ঘর ও ঘর ঘুর্ ঘুর্ করে ঘোরে, আর খোকাকে নাচাতে নাচাতে আপন মনে ছড়া কাটে—

পুঁচকে সোনা—
চন্দ্র কোণা—
ঝুণ্টু সোণা টুক
আল্‌তা গালে—
টিপ্ কপালে—
ভর্ত্তী লালে বুক!

ক্ষণজন্মা

সেদিন সকাল বেলা পড়াশুনা শেষ করে রাণু খাতা-পত্তর দোয়াত কলম খাটের ওপর গুছিয়ে রেখে নীচে

গেছে স্নান করতে। ফিরে এসে দেখে—একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

দোয়াত উল্টে—খাতায় কালি ঢেলে—নাকে মুখে

মেখে ভূত সেজে "পুঁচকে সোনা" আপন মনে খিল্ খিল্ করে হাসছে।

রাণু দেখেই তার কোঁক্ড়া চুলগুলো দুলিয়ে হাত-তালি দিয়ে উঠল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—ও ছোট কাকা দেখবে এসো—কি মজা হো হো হো—

চ্যাচামেচি শুনে নিশি দুটো তিনটে করে সিঁড়ি এক এক লাফে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে, ষাঁড়ের মত চ্যাচাচ্ছিস কেন? আমি ভাবলুম না জানি কি হল—

—না জানি নয়ত কি? ঐ দেখ, বলে আঙুল দিয়ে রাণু খোকাকে দেখিয়ে আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

নিশি বল্লে, হাতে এক দোয়াত কালি দিয়ে বুঝি মজা দেখছিস?

—বারে? আমি বুঝি ওর হাতে কালি দিয়েছি! দোয়াত ছিল খাটের ঐ কোণে। বলে রাণু খাটের দূরের একটা কোণ দেখিয়ে দিলে। তারপর বল্লে,ঐ দুষ্টুটাই ত' টেনে এনে কাণ্ড করেছে।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে আবার রাণু বল্লে, আচ্ছা ছোট-কাকা, কালি যখন ঢেলেছে নিশ্চয়ই তখন খুব বিদ্বান হবে।

নিশি ঠোঁঠ উল্টে হাত দুটো ধনুকের মতো বেঁকিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, বিদ্বান ত' পড়লেই হওয়া যায়। ও হবে কবি,—রবি ঠাকুরের মতো কবি। "Born with silver spoon in his mcuth"—সে ব্যবস্থা ত' করেই

দিয়েছি। কাজেই সাধারণ কবিদের মতো খাওয়া পরার ভাবনা ত' থাকবে না। কত "সোনার তরী" ওর কমলের ডগায় তৈরী হবে কে জানে!

রাণু খুব খুসী হয়ে উঠল। বল্লে, বল কি ছোট কাকা, খোকা কবি হবে? ওর লেখা কবিতা আমাদের ইস্কুলের সবাই সার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলবে—? বলেই সে গড় গড় করে সুরু করলে—

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভূঁই
আর সবি গেছে ঋণে
বাবু কহিলেন—"

নিশি তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বল্লে, দূর বোকা—তোদের ইস্কুলে ওর কবিতা মুখস্থ বল্‌ল্ আর নাই বল্‌ল্ তাতে ভারী বয়ে গেছে। কবিতা লিখে ও কি পাবে জানিস?

মুখে-চোখে হাসি-খুসীর বান ডাকিয়ে রাণু বল্লে, কি পাবে? শুনি?

নিশি বল্লে, পাবে "নোবেল প্রাইজ।" বলে গর্ব্বভরে ঘাড়টা বেঁকিয়ে রাণুর দিকে তাকাল।

রাণু হাততালি দিয়ে উঠে বল্লে, ও বুঝতে পেরেছি—কবিদের পুরস্কার বিতরণী সভা বুঝি? যেমন আমরা বাৎসরিক পরীক্ষার পর লাল সিল্কের ফিতেয় বাঁধা বই পাই!

নিশি তাকে আর এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বল্লে,

তুই কিছু বুঝিস নে বোকা—গোটা পৃথিবীতে তাতে যে কি সম্মান তা তুই বুঝবি কি! দেশে দেশে উঠবে তার জয় গান—পৃথিবীর সব নাম-করা কাগজে উঠবে ছবি··· কবিতা···কত প্রশংসাধ্বনি···

রাণু একেবারে বোকা বনে গেল। তবে সে এই টুকু বুঝতে পারল যে খোকা এত বড় কবি হবে যে সে কথা বোঝবার ক্ষমতাও তার নেই। কিন্তু এই মধুর-কল্পনায় তার মন ক্ষণে-ক্ষণে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

সে চোখ বুঁজে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে—পৃথিবীর নানা দেশ থেকে দলে দলে নানা জাতের লোক এসে খোকার পায়ে কত রকম উপঢৌকন দিচ্ছে—সে উপহার কত রকমের—কত রূপের—সেই রাশিকৃত উপহারের মাঝখানে খোকা তার কোল থেকে কত দূরে চলে গেছে—সে আর তাকে কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না··· গর্ব্বে, উত্তেজনায়, আবেগে, ভয়ে তার ছোট বুকখানি ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে উঠতে লাগলো।

—চার—

এর মাস ছয়েক পরের কথা।

সেদিন দুপুরবেলা—খাঁ খাঁ রদ্দুরে যখন চারিদিক নিঝুম,—বাড়ীর সবাই এঘর-সেঘরে, মেঝেতে বা মাদুর বিছিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছিল—সেই সময় একটি মজার ব্যাপার ঘট্‌ল।

হ্যাঁ, আমাদের খোকাই সে ব্যাপারের নায়ক। বহুক্ষণ আগে থেকেই তার মা নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিমায় তার মাসি-পিসি ও চাঁদমামাকে (দিনের বেলা হলেও) ডেকে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছিল—এই দারুণ দুপুরে আমাদের খোকনমণির চোখের দুটি পাতা যাতে এক হয়।

ছড়া কাট্‌তে কাট্‌তে মায়ের হাত দুটো অবশ হ'য়ে এলো—চুড়ি শুদ্ধু হাতটা ঝনাৎ ক'রে খোকার পিঠের ওপর এসে পড়ল। তারপর দেহখানা এলিয়ে দিয়ে নিজেই গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল।

খোকা কিন্তু মোটেই ঘুমোয় নি। মট্‌কা মেরে চুপ্‌টি ক'রে শুয়েছিল। মা ঘুমোতেই ছোট্ট মাথাটা

তুলে পিট্ পিট্ ক'রে তাকালো। দেখ্‌লে—মা বেশ ভালো ভাবেই ঘুমোচ্ছে—এখন জাগবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

খাটের ওপাশে হাতের লেখা লিখতে লিখতে রাণু খাতার পাতার ওপরই শুয়ে দিব্যি আরামে দুপুর কাটাচ্ছে। চার হাত-পা দিয়ে খোকা আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে পড়ল।

নীচে মেঝেতে শুয়ে ক্ষ্যান্ত ঝি ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে নাক ডাকাচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে খোকা দেখলে দিব্যি থক্‌থকে ঘন সাদা কি একটা খাবার জিনিষ মাটির খুরিতে ঢাকা রয়েছে।

এর কিছুদিন আগে ভাইফোঁটার দিন রাণুর কল্যাণে খোকার একটু মিষ্টি-দই চাক্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল। খুব সামান্যই জিবে একটু লাগিয়ে দিয়েছিল মাত্র। সেই থেকে এই জিনিষটির ওপর আমাদের খোকনমণির ভারী লোভ।

সেই জিনিষ এদ্দিন বাদে এত বেশী মাত্রায় হঠাৎ বরাতে জুটে গেল ব'লে খোকার চোখদুটো আনন্দে নেচে উঠল।

আবার চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ্‌লে—নাঃ কারো জাগবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তবু সাবধানের মার নেই—একটু খেতেই যদি ক্ষ্যান্ত ঝি-টা গা মোড়ামুড়ি দিয়ে জেগে ওঠে!
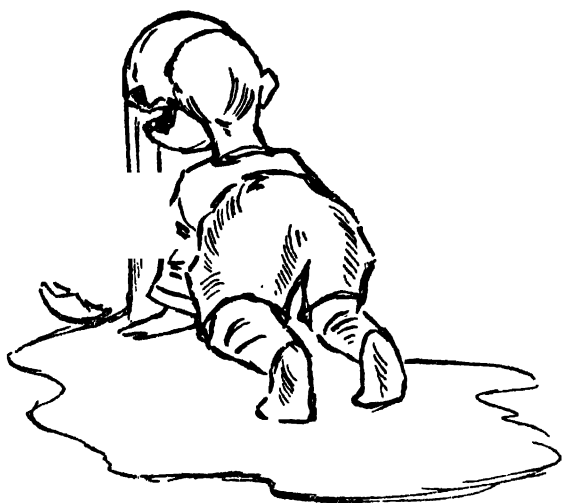
তাড়াতাড়ি ছোট্ট মাথাটা সেই মাটীর খুরির ভিতর ঢুকিয়ে দিলে।

তার পরই খোকনের সে কী চীৎকার!

কান্নাকাটি শুনে আগে হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে উঠে ব'স্‌ল ক্ষ্যান্ত ঝি। দেখে—কী সর্ব্বনাশ! চুনের খুরির ভেতর খোকা গোটা মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

চীৎকার শুনে ততক্ষণ চৌধুরী বাড়ীতে সোরগোল পড়ে গেছে।

রাণু তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠ্‌ল। খোকনের মা আচম্‌কা চোখ কচ্‌লে উঠে ব'সল, পিসিমা ক্ষীরের-সাজ তৈরী কচ্ছিল—পড়ি কী মরি ক'রে ছুটতে ছুটতে এসে দোরগোড়ায় ব'সে হাঁফাতে লাগ্‌লো।

বাইরে গোবর্দ্ধন সরকার রোজকার হিসেবটাকে পাকা ক'রে একটু দিবানিদ্রার ব্যবস্থার জন্যে কল্‌কেটা ধরিয়েছে—এমনি সময় এই চীৎকার!

সব চাইতে বিপদ হ'য়েছিল দারোয়ানজীর। আহা! এমন সাধের খৈনীটিকে একঘণ্টা ধরে দলাই-মলাই ক'রে তৈরী ক'রেছে—যেই নীচের ঠোঁটটা মণি ব্যাগের মতো খুলে ঢেলে দেবে—খোঁকাবাবুর কান্না শুনে সবটুকুন মাটিতে পড়ে গেল।

ততক্ষণে ক্ষান্ত ঝি খোকনকে চুনের হাঁড়ী থেকে টেনে তুলেছে।

খোকনের মা রেগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে এই মারে ত' এই মারে—

ঝাণু ছুটে এসে খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে ব'ল্লে, তুমি ওর গায়ে হাত তুল্‌তে যাচ্ছো মা, ছোটকাকা কি

বলেছে মনে নেই? ও বড় হ'য়ে কতবড় কবি হবে- "নভুল" প্রাইজ পাবে।

পিসিমা খুন্তি-হাতে দোরগোড়া থেকে ফোঁস করে উঠলেন, ঐ একরত্তির গায়ে তুমি হাত তুল্‌তে যাও কোন সাহসে বৌমা ? না হয় একটু চুনই খেয়েছে—তুই শুন্‌লে অবাক্ হ'বি রাণু, তোর পিসে পাঁঠার মুড়ি চিবিয়ে খেতো। দেখে নিস্ রাণু, ও ঠিক তোর পিসের গুণ পাবে।

এর মধ্যে তাসের আড্ডা ভেঙ্গে নিশি এসে হাজির। বল্লে, ব্যাপার কি ? বাড়ী শুদ্ধ্ সবাই একসঙ্গে তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে চায়, কারো কথাই শোনা যায় না—মাঝখান থেকে হল্লা বেড়ে ওঠে।

অনেক কষ্টে ঘটনাটার পাঠোদ্ধার করে নিশি বল্লে, এতে ব্যস্ত হবার কিছু নেই বৌদি। এ হোচ্ছে আমাদের বাস্তব সাহিত্যের যুগ—জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রতে হয়। কে বল্‌তে পারে, বড় হ'য়ে খোকাকে "চুন-কাব্য" লিখতে হ'বে কিনা ? কিন্তু যদি লিখতেই হয়, ওর লেখাই হ'বে সব চাইতে Natural—তাতে আর এতটুকু মেকী থাক্‌বে না।

রাণু এতক্ষণ হ্যাঁ ক'রে ছোটকাকার কথাগুলো যেন গিলছিল। এইবার মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে, শুন্‌লে মা, ফের যদি তুমি আমার খোকন সোনার গায়ে

হাত তুল্‌তে যাও ত' আমি কেঁদে কেটে অনর্থ করবো।

নিশি বল্লে, কিছু আর দেখতে হ'বে না—দিনকে-দিন ওর প্রতিভার স্ফূরণ হ'চ্ছে—

ছোটবাবুর সান্ত্বনা-বাক্য শুনে চৌধুরী বাড়ীর সবাই হাঁফ ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

—পাঁচ—

কিছুদিন বাদে।

সেদিন রাণু খোকাকে তাদের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ সভায় নিয়ে গিয়েছিল।

সে উৎসব-সন্ধ্যার অভিজ্ঞতায় খোকা অনেক কিছুই শিখে ফেলেছে।

কি করে প্রথমটা হাত জোড় করে নমস্কার করে নিয়ে স্তোত্র আবৃত্তি করতে হয়—কিম্বা

"এইরূপে সিপাইরা চলে দলে দলে
এইরূপে দাঁড়িগণ দাঁড় টেনে চলে"—

কি ভঙ্গিমায় দেখাতে হয়—অথবা "প্রলয় নাচন নাচলে যখন" কি ভাবে হাত তুলে—ঘাড় বেঁকিয়ে দেহ নুইয়ে আবৃত্তি করে বেনীটাকে ছড়িয়ে দিয়ে "জটার বাঁধন খুলে" ফেল্‌তে হয় তা আর তার জান্‌তে বাকী নাই।

বাড়ীতে কেউ বেড়াতে এলেই রাণু তাকে টেনে নিয়ে সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে দেয় আর সে ফরমাস মতো একটার পর একটা কসরৎ দেখাতে সুরু করে—

সেদিন তাদের ভোম্বল মামা এসেছিলেন—বহুদিন বাদে তাদের দেখ্‌তে।

রাণু তাকে ভোম্বল মামার সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে দিয়ে —একে একে সব গুণ বর্ণনা করতে লাগলো।

তারপর চল্লো—ফরমাসের পর ফরমাস—যখন আবৃত্তি সব হ'য়ে গেল—তখন সুরু হ'ল রঙ্গ কৌতুক!

রাণু বল্লে, আচ্ছা খোকন, সরকার মশাই কি রকম পেটে তেল মাখে?

—দারোয়ানজী কি করে সুর করে রামায়ণ পড়ে?—

কিম্বা—নেত্যদি কি রকম দাঁতে মিশি দেয়?

খোকার কিছুতেই আপত্তি নাই। একবার আদেশ পেলেই হ'ল।

খানিক বাদে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় খোকন সবাইকে জানালে—সকলে একসঙ্গে চোখ বুঁজলে—সে একটা মজা দেখাবে—

নতুনতর আনন্দের উচ্ছ্বাসে—রাণুর আগ্রহে সবাই চোখ বুঁজে ফেল্লে।

ভোম্বল মামা তখন জল খাবার খাচ্ছিল, সে-ও রাণুর অনুরোধে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই মুখ নাড়্‌তে লাগ্‌লো।

সবাই চুপ্‌চাপ! কিন্তু কি সে নতুন মজা!

রাণু হঠাৎ চোখ খুলে ফেল্‌তেই দেখে—খোকা পলায়নোদ্যত—ভোম্বল মামার প্লেটের গোটা দুই সন্দেশ ইতিমধ্যে তার মুখে গিয়ে উঠেছে!

মজাটা যে এতদূর জমাট হ'বে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি!

সবাই একসঙ্গে হাঁ—হাঁ করে উঠ্‌ল। ততক্ষণ খোকা অন্দর মহলের আঙ্গিনার সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে!

বাইরে গিয়েও কি খোকার এতটুকু সোয়াস্তি আছে? ঢুক্‌লো গিয়ে দারোয়ানের ঘরে।

দারোয়ানজী পেছন ফিরে তুলসীদাসী রামায়ণখানা সুর করে পড়ছিল। মাটিতে রয়েছে এক ঠোঙ্গা আটা। রাত্তিরে 'রোটি' পাকিয়ে খাবে। খোকা বাইরে থেকে এক খাব্‌লা বালি তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে এল।

পাশের ঘরে সরকার মশাই চাকরটাকে ডেকে বল্লে, যাতো বৃন্দাবন, বাড়ীর ভেতর থেকে পান চেয়ে নিয়ে আয়।

খোকন সুযোগ খুঁজছিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে বৃন্দের কাঁধে চেপে বস্‌ল। বৃন্দে খোকনকে কোলে নিয়েই পান আন্‌তে ভেতরে চলে গেল।

রান্না ঘরের দাওয়ায় বসে দুজন ঝি পান সাজছিল আর তরকারী কুট্‌ছিল।

খোকন কাউকে না দেখিয়ে চুপি চুপি কতকগুলো মরিচের বীচি সরকার মশায়ের পানের ভিতর মিশিয়ে দিলে। তারপর সেই পান খেয়ে সরকার মশায়ের মুখের ধরণটা কি রকম হ'বে কল্পনা করে—বৃন্দাবনের কাঁধে বসে খিল্ খিল্ করে হাস্‌তে হাস্‌তে আবার বাইরে চলে এলো।

ঘট্‌লও ঠিক তাই—

বেশ তোয়াজ করে—আধঘণ্টা ধরে টিপে টিপে তামাক্‌টা তৈরী করে—দুটো পান মুখে দিয়ে 'সুখ' টান দিতে যাবে—হঠাৎ সরকার মশাই চোখ দুটো বড় করে—জিব্‌টা বাইরের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা হা করে ফেল্লেন!

তারপর বৃন্দেকে এই মারে ত' এই মারে! সে বেচারী এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানে না। শুধু

জোড়হাত করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর সরকার মশাই চটে গিয়ে যখন বল্লে, তোর চাক্‌রী যাবে হারামজাদা—সে তাড়াতাড়ি তার পা

খোকা মজা দেখে আর হাত তালি দিয়ে আপন মনে হাসে।

দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে, আমি নই সরকার মশাই—পান সেজেছে—ভৈরবী ঝি!

তক্ষুনি ভৈরবী ঝির তলব পড়ল।

সরকার মশাই চোখ দুটো লেডিকিনির মতো করে বল্লে, বয়েস যতই বাড়ছে ততই তোর ভীমরতি হ'চ্ছে ভৈরবী। কাজ করতে ইচ্ছে না হয় ছেড়ে দিলেই পারিস্।

ভৈরবী ত' একেবারে হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি —বল্লে, সরকার মশাই আমি নিজের হাতে পান ধুয়ে এনেছি—

কিন্তু সরকার মশাইয়ের মুখের জ্বলুনি ত' তাতে কমে না। জিভ বের করে—রদ্দুরে-বসা কুকুরের মতো শুধু ল্যা—ল্যা করে—!

খোকা মজা দেখে আর হাত তালি দিয়ে আপন মনে হাসে।

—ছয়—

সেদিন সন্ধ্যে বেলা ছাদে মাদুর বিছিয়ে চৌধুরী মশাই সেকেলে নবাবী ধরণের গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন ; হঠাৎ কি একটা দরকার পড়তে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন।

ফিরে এসে দেখেন ছাদে কেউ কোথাও নেই—গুণধর খোকনবাবু দিব্যি গড়গড়ার নলটা নিয়ে টানছে আর ধোঁয়ার ধমকে খক্ খক্ করে কাশছে।

চৌধুরী মশাই চেঁচামেচি করে রাণুকে ডেকে বল্লেন, —ওরে রাণু তোর গুণধর 'নভুল' প্রাইজওয়ালা ভাইয়ের কীর্ত্তি দেখে যা—

রাণু ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে এসে খোকনের কাণ্ড দেখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চৌধুরী মশাইকে বল্লে, দেখ বাবা—তোমাকে খেতে দেখেই ত' ও এসব দুষ্টুমী শিখেছে—

চৌধুরী মশাই অবাক্ হয়ে বল্লেন, তবে কি তোর শাসনে বৃদ্ধ বয়সে তামাক খাওয়াও ছেড়ে দেবো ?

মুখখানা কাল বোশেখীর মেঘের মতো কালো করে

রাণু জবাব দিলে, তা তুমি ছেড়ে দাও, বা না দাও—কিন্তু ওর সামনে আর কক্ষনো খেতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।

খোকনবাবু গড়গড়ার নলটা নিয়ে টানছে আর ধোঁয়ার ধমকে খক্ খক্ করে কাশছে।

চৌধুরী মশাই বল্লেন, তোর দিগ্বিজয়ী ভাইকে তুই চোখে চোখে শাসনে রাখলেই পারিস। তারজন্যে

যে রাজ্যি শুধু লোক খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে থাকবে এ রকম রাজ্যি-ছাড়া আবদারও ত কোথাও শুনিনি বাপু—

রাণু এক হ্যাঁচকা টানে খোকনের মুখ থেকে গড়-গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্লে, আর শোনো বাবা—দিন দিনই ওর মাথায় দুষ্টুমী বুদ্ধি গজাচ্ছে, তুমি ওর জন্যে একটা মাষ্টার ঠিক করে দাও।

ততক্ষণে পিসিমা পাখা হাতে এসে সমস্ত দিনের পর ছাদে দাঁড়িয়েছেন।

অবাক্ হয়ে তর্জ্জনী গালে ঠেকিয়ে বল্লেন, ওমা অবাক্ করলি। ওইটুকুন ছেলে মাষ্টারের বেত খেলে কি আর বাঁচবে?

রাণু ফোঁস করে উঠে বল্লে, হ্যাঁ, মাষ্টার এলেই বুঝি বেত চালাবে? দেখবো সে কেমন মাষ্টার আমার খোকনের গায়ে হাত দেয়! আর মাষ্টারের ভয়ে ও মুখ্যু হ'য়ে থাকবে নাকি?

চৌধুরী মশাই সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন দিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ, বটেই ত! নইলে রাণুর দিগ্বিজয়ী ভাই 'নভুল' প্রাইজ পাবে কি করে!

রাণু চুল দুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখটা ঘুরিয়ে বল্লে, হ্যাঁ পাবেই ত, তখন দেখে নিও—'আমি খোকনের বাপ' বলে সবার কাছে পরিচয় দিয়ে বেড়াও কিনা—বলে দুম দুম করে পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে খোকনকে শুদ্ধু মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

চৌধুরী গিন্নি সব শুনে বল্লেন, মাষ্টার আসবে কিরে বোকা মেয়ে! আগে হাতেখড়ি হোক!

রাণু মাথা চুল্‌কে ভাবলো তাইত। এত বড় কথাটা তার একবারও মনে আসেনি। খোকনের হাতেখড়ি সে ত' না হলেই চল্‌বে না! ওর হাতেখড়ি যে কতবড় একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার—রাণু আর নিশিবাবু ছাড়া কে বুঝবে!

কিন্তু মুস্কিল এই যে, নিশিও কলকাতায় চলে গেছে; এমন কেউ নেই যে তার সঙ্গে বসে দুদণ্ড পরামর্শ করে।

রাণুর ইচ্ছে হচ্ছিল—দু' হাতে নিজের চুল ছেঁড়ে কিম্বা বসে আপন মনে খুব খানিকটা কাঁদে।

এমন একদিন আস্‌বে—যেদিন ওর জীবনী লেখার প্রয়োজন হ'বে—তখন খোকনের এই হাতেখড়ির ঘটনা সোনার জলে যে লেখা থাক্‌বে না তাই বা কে বল্‌তে পারে!

যাই হোক—খোকার হাতেখড়ির দিন স্থির হল! সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের আয়োজনেও চৌধুরী বাড়ীর লোক-জনদের রাতের ঘুম বিসর্জ্জন দিতে হল।

অনুষ্ঠানের আগের দিন রাত্তিরে ছাদের ওপর মাদুর পেতে—চৌধুরী মশাই বাড়ীর সবাইকে নিয়ে বসলেন উৎসবের তালিকা তৈরী করতে।

গড়গড়ার নলটা থেকে ফুরুৎ ফুরুৎ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বল্লেন, ওরে রাণু তোর দিগ্বিজয়ী ভাইকে নীচে ঝির কোলে দিয়ে আয়, নইলে আমার তামাক খাওয়া দেখে ও যদি ফের নল টান্‌তে সুরু করে ত' শাসন কর্ব্বি তুই আমাকেই।

রাণু চোখ দুটোকে কম্পাসের কাঁটার মতো ঘুরিয়ে নিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বল্লে, তোমার ঐ এক কথা বাবা—আমি বল্লুম খোকার ভালোর জন্যে, থাক্,—আমারো আর এখানে থেকে দরকার নেই,—

এই বলে যেই মুখখানাকে কমলা লেবুর মতো গোল এবং উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ টোল-খাওয়া গোছ করে উঠে যাবে—চৌধুরী মশাই চট করে তার বেণীটা ধরে—ঘোড়ার লাগামের মতো টেনে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, বোস

পাগলি, ঘটা করে ত ভাইয়ের হাতেখড়ি দিচ্ছিস—কিন্তু বাদ্যি আসবে কি ? ব্যাণ্ড ত ?

নিশিকাকার কাছে উপদেশ শুনে শুনে রাণুর ওরিয়েণ্টালের দিকে ভারী ঝোঁক।

নাকের ডগার ছুঁচালো ভাগটা কুঁচকে চোখটাকে বন্ধ করে বল্লে, মাগো আজকাল ব্যাণ্ড নাকি আবার কেউ বাড়ীতে আনে !

. চৌধুরী মশাই টাকে হাত বুলিয়ে বল্লেন, না, আনে না ! তোর মুখে ভাতের সময় দু'দল ব্যাণ্ড এসেছিল।

রাণু চোখ দুটোকে বড় করে বল্লে, কী সর্ব্বনাশ, তাতেও আমার কানে তালা লাগেনি। ওসব নয়। আসবে রশোন-চৌকি। দিব্যি সকাল বেলা শানায়ের তানে ঘুম ভাঙ্গবে। যেখানটায় ওর হাতে খড়ি হবে আমি এমন চমৎকার আল্‌পনা দিয়ে ওরিয়েণ্টাল ধরণে সাজিয়ে দেবো—কি কি চাই জানো ?

আম্রপল্লব—কাশফুল, বরণডালা, মঙ্গল কলস, পদ্ম-পাতা, ক্ষীরের প্রদীপ। সে সব আমার খাতায় লেখা আছে।

হ্যাঁ রাণুর মতানুসারে সব ওরিয়েণ্টাল ধরণেই প্রস্তুত হ'ল।

ঠাকুরঘরে চৌধুরী গিন্নি নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজোর সমস্ত জিনিষপত্র ঠিক ঠাক করে বেরিয়ে এসে রাণুকে বল্লেন, যাতো মা, খোকনকে ধরে নিয়ে আয়—বাইরে কোথায় কার কাছে রয়েছে। ভালো কাপড়-জামা

পরিয়ে কপালে চন্দনের টীপ দিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে যেতে হ'বে।

রাণু ছুটলো খোকাকে খুঁজে আনতে। চৌধুরী বাড়ীর উৎসব, যজ্ঞি ব্যাপার বল্‌লেও চলে। লোকজন গিস্ গিস্ কচ্ছে।

কিন্তু রাণু আর খোকনকে খুঁজে পায় না। চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল। লোকজনের চ্যাঁচামেচি, আত্মীয়-স্বজনের ব্যস্ততা—পিসিমার বুক ফাটা চীৎকার। মাছ নিয়ে একদল মেছুয়া এসেছিল—সরকার মশাই জাল নিয়ে তাদের জলে নামিয়ে দিলে—যদি পুকুরে গিয়ে থাকে।

চৌধুরী গিন্নি মাথা কুটতে কুটতে ঠাকুর ঘরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

কিন্তু হঠাৎ কোণের দিকে নজর পড়তেই তাঁর আর্ত্তনাদ বন্ধ হ'য়ে গেল।

ঠাকুর ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে—রাণুর দিগ্বিজয়ী ভাই। সেই সঙ্গে দেখা গেল নৈবেদ্যের ওপরকার বড় মর্ত্তমান কলাটী অন্তর্হিত।

—সাত—

অনেক খুঁজে পেতে একটি ভালো মাষ্টার রাখা হ'ল। গরীব, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক—অনেক বয়েস হ'য়েছে, দিন রাত্তির বাসায় থাকবে—খোকনকে ও দু'বেলা পড়াবে।

রাণু সরকার মশাইকে সহরে পাঠিয়ে খুব রঙ্-চঙ্গা দেখে একখানা বর্ণ পরিচয় কিনে দিলে। খোকা তাই বগলে করে দুবেলা মাষ্টারের কাছে পড়তে যায়।

প্রথম দিন সমস্ত সকালটা ধরে মহা আড়ম্বর করে মাষ্টার মশাই বক্তৃতা দিয়ে শ্লেটে এঁকে, দেয়ালে দাগ কেটে অ আ লিখিয়ে দিলে। আসবার সময় বলে দিলে কাল সকাল বেলা আবার জিজ্ঞেস করবে।

পরদিন সকাল বেলা রাণু খোকনকে ঘুম থেকে তুলে জামা কাপড় পরিয়ে মাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

মাষ্টার মশাই চা খেতে খেতে বল্লে, বের করত' খোকন 'অ—আ'র পাতাটা—

খোকন কেবল পাতাই উল্টে চলেছে! মাষ্টার মশাই তার হাত থেকে বই নিয়ে বল্লে, অত ও'ল্টাচ্ছ কি

—দাও আমি বের করে দিচ্ছি। কিন্তু খুলেই দেখে অবাক্ কাণ্ড! গোটা বইটার ভেতর 'অ—আ'র পাতাটাই নেই!

বল্লে, কি খোকা—'অ—আ'র পাতা কৈ? খোকন ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লে, কাল্‌কে ও পড়া হ'য়ে গেছে কিনা—তাই পাতাটা ছিঁড়ে ফেলেছি—আজকে নতুন পাতা পড়ব মাষ্টার মশাই!

সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের চা খাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল—শুধু মাথা নেড়ে বল্লে, হুঁ।

অনেক ভেবে চিন্তে—বিলেতে ছেলেদের কি ভাবে Training দেয় সেই সব বই পত্তর লাইব্রেরীতে উল্টে পাল্টে মাষ্টার মশাই খোকনের জন্যে পাকা রুটীন করে দিয়েছে।

সকাল বেলা উঠেই হাত মুখ ধুয়ে স্তোত্র আবৃত্তি করতে হ'বে—তারপর খোলা ছাদে কিছুক্ষণ ব্যায়াম অভ্যাস করে দেহটাকে হাল্কা করে নেওয়া—

তারপর সূর্য্য ওঠবার আগেই গিয়ে বই খুলে—অ আ—ক—খ শিখ্‌তে হ'বে। রুটীনের কথা শুনে রাণ খুব খুসী।

ভাবলে এই ভাবে লেখা পড়া শিখ্‌লে দু'দিনে ও সব

দুষ্ট বুদ্ধি ভুলে গিয়ে ভালো ছেলে হ'লে উঠ্‌বে। কিন্তু গোল বাঁধলো খোকনকে নিয়ে।

অত সকালে ঘুম ভাঙ্গা নিয়েই এক হুলুস্থূল বেঁধে যায়। রাণু যদি শোবার ঘর থেকে তুলে দিল ত' খোকন চুপি চুপি গিয়ে ঠাকুমার বালাপোষের তলায় আশ্রয় নিলে।

রাণু খুঁজ্‌তে গেলে পিসিমা ধম্‌কে দেয়।—এত সকালে বাইরে বেরিয়ে আবার ঠাণ্ডা লাগুক আর কি—,

কিন্তু এবেলা রাণু একেবারে শক্ত মেয়ে। ভাইকে লেখা পড়া শিখিয়ে একেবারে 'বিদ্যা দিগ্‌গজ' করে তুলতে হ'বে। সেখানে ত' মায়া মমতা করলে খোকনেরই ক্ষতি—

সে একেবারে সোজা চৌধুরী মশায়ের কাছে গিয়ে নালিশ জানালে। তখন থেকে ব্যাপার হ'ল এই যে চৌধুরী মশাই নিজেই বাইরে বেরুবার সময় খোকনকে তুলে এনে একেবারে মাষ্টার মশায়ের হেপাজতে ছেড়ে দেন।

এইবার খোকনের সত্যি বিপদের পালা।

কিন্তু তার ছোট্ মাথার মগজটির ভেতর "দুষ্টু বুদ্ধির মৌচাক" জমে উঠেছিল।

আচম্‌কা তার চাদরটা ধরে টেনে বল্লে—

অনেকক্ষণ পাইচারী করে বার দুই মেনীটার ল্যাজ ধরে টেনে—বাইরে গিয়ে কোন ফাঁকে সরকার মশায়ের

টিকিতে একটা জবা ফুল বেঁধে দিয়ে ও বুদ্ধি বাৎলে ফেল্লে।

পরদিন খুব ভোরে, বোধকরি রাত তখন তিনটে হ'বে—আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে উঠে মাষ্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে হাজির। তারপর আচম্‌কা তার চাদরটা ধরে টেনে বল্লে, উঠুন মাষ্টার মশাই—স্তোত্র পাঠ শেখাবেন না ?

মাষ্টার মশাই আগের দিন রাত একটা পর্য্যন্ত জেগে পড়াশুনো করেছে। ঘুমে তখন তার চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে। কিন্তু কি আর করে! খোকনের তাড়ায় বিছানায় উঠে বসে চোক কচ্‌লে—বল্লে—আচ্ছা আজ চাণক্য শ্লোক বল—

"বিদ্যত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্য কদাচন"—কিন্তু হঠাৎ টেবিলের ওপরকার ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই আঁৎকে উঠে বল্লে, য়্যা—এযে রাত তিনটে—!

তার পরদিন সকাল বেলা।

মাষ্টার মশায়ের এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল। খোকন তা জান্‌তো। যেই জামা কাপড় পরে বেরুবে কোত্থেকে শ্রীমান্ খোকন ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে,

মাষ্টার মশাই—আমি ক, খ—আর A B C D একসঙ্গে শিখ্‌বো—এই যে দিদি বই আনিয়ে দিয়েছে, আপনি আমায় শিখিয়ে দিন না—এই বলে জামার ভেতর থেকে একখানা A B C Dর বই বের করলে।

তখন বারান্দায় বসে চৌধুরী মশাই গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। না করবার উপায় নাই। মাষ্টার মশাইকে বাধ্য হ'য়ে জামা ছেড়ে—A B C Dর বই নিয়ে বস্‌তে হ'ল—

তারপর আর কি ঘট্‌ল আমরা জানিনে, কিন্তু চতুর্থ দিন রাত্তিরে মাষ্টার মশাই চৌধুরী মশাইকে গিয়ে বল্লে, আমায় আপনি রেহাই দিন্—আমি আর পড়াতে পারবো না—

চৌধুরী মশায়ের হাত থেকে গড়গড়ার নল খসে পড়ল। বল্লেন, কেন, কেন?

মাথা চুল্‌কে মাস্টার জবাব দিলে, আজ্ঞে আমার সুবিধে হচ্ছে না—

চৌধুরী মশাই বল্লেন, তা—তবে আপনার মাইনেটা?

মাষ্টার মশাই হাত জোড় করে বল্লে, আজ্ঞে মাইনেতে আমার দরকার নেই।

রাণু সব কথা শুনে বল্লে, খোকনকে পড়ানো ত' যে সে মাষ্টারের কাজ নয়। ওর মাষ্টার ঠিক করে দেবে নিশি কাকু। আমি চিঠি লিখে দেবো। কল্‌কাতা থেকে আস্‌বার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বে।

খোকন তখন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফোঁক্‌লা দাঁতে ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌ছে—

—আট—

তারপর বেশ কিছুদিন পরের কথা।

এর ভেতর চৌধুরী বাড়ীর খোকার মগজ ও দেহ যথেষ্ট রকমে বেড়ে উঠেছে এবং তারি ফলে সে হ'য়ে উঠেছে একটি দলের পাণ্ডা।

মাথায় নিত্য নূতন ফন্দী বের করে দুষ্টুমী করতে তার জুড়ি মেলা দায়।

বোধ করি তখন বোশেখ জ্যৈষ্ঠি মাস। সন্ধ্যা বেলা মাঠের খেলা শেষ হবার পর খোকা তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে বড় সড়কের ধারে একটি বটগাছের তলায় বসে দিব্যি মজলিস্ জমিয়ে তুলেছে!

খোকার মন্ত্রী গদাই বল্লে, এখন যদি একটা করে ডাব মেলে তবে বোধ করি আমি স্বর্গে যেতেও চাইনে।

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বল্লে, গদাইয়ের বুদ্ধি নেই একথা তার অতি বড় শত্রুতেও বল্‌বে না।

কিন্তু তারপর উঠ্‌লো দুটি প্রশ্ন—ডাব মিলবে কোথায় —আর আন্‌বেই বা কে?

খোকা বল্লে, আনার কথা পরে, কিন্তু কোথায়

পাওয়া যাবে—সম্প্রতি সেইটে জান্‌তে পারলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।

ফটকে ফোড়ন দিয়ে বল্লে, ডাব আছে—এবং বেশ নেয়াপাতি ডাবই আছে আমার সন্ধানে—কিন্তু বাড়ীর লোকের কাছে চাইলে যে মিল্‌বে এমন ত' মনে হয় না—

খোকা বল্লে, চাইতেই যে হ'বে তার কি মানে আছে? কিন্তু কোথায় আছে সেইটেই শুনি না—

ফটকে আঁৎকে উঠে বল্লে, তবেই হ'য়েছে—। সেখান থেকে না বলে আন্‌বার ক্ষমতা রাখে—সে রকম একটি বীরকেও ত' দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—

বিশু বট গাছের গুড়িতে একটা চাপড় মেরে বল্লে, ভণিতা রাখ্ ফটকে—কার বাড়ীতে আছে সেইটেই আগে খুলে বল্ না—

ফটকে ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের ভাবে বল্লে, আরে আছে ত' উত্তরপাড়ায় গণেশদের দরদালানের পেছন দিককার নারকেল গাছে, কিন্তু সে ডাব আন্‌বে কে শুনি?

গদাই বল্লে, আন্‌বো আমরা। বেশ দিব্যি সন্ধ্যের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে—

হো—হো করে হেসে উঠে ফট্‌কে বল্লে, তবেই হয়েছে—

এইবার খোকা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, কিন্তু না হ'বারই বা কারণ কি শুনি ?

ফট্‌কে চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বল্লে, ওরে বাবা—ওদের বাড়ীর যে নাকৃর্থ্যাদা বুলডগ্‌ !!

সে নাকথ্যাঁদাকে সাম্‌লাবো আমি, চল সবাই—বলে খোকা এগিয়ে চল্লো। দল শুদ্ধ সবাই তার পেছন পেছন—এগিয়ে গেল।

* * *

এরই মধ্যে সন্ধ্যে বেশ ঘনিয়ে এসেছে। খোকাকে দলপতি করে—একদল দুর্দ্দান্ত ছেলে উত্তরপাড়ার ঝোপ জঙ্গল থেকে গণেশদের বাড়ীর পেছন দিকে গিয়ে হাজির হ'ল।

কিন্তু খানিকটা এগোতেই ফট্‌কের কথাই ফলে গেল। নাকথ্যাঁদা—বিকটাকার এক বুলডগ্‌ এমন ভাবে হুম্‌কী দিয়ে এসে সাম্‌নে দাঁড়ালো যে প্রত্যেকের প্রাণই বুঝি খাঁচা-ছাড়া হয়।

মুহূর্ত্তের মধ্যে খোকার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে দলের আর সবাইকে ডেকে বল্লে, দেখ আমি

গণেশের সঙ্গে দেখা করে—তাকে আগ্‌লে রাখ্‌বো—আর তোরা এই ফাঁকে ডাব নিয়ে পালাবি বুঝ্‌লি? খোকার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই কতকগুলো মাথা ঝোপের ভেতর আত্মগোপন করলে—আর খোকা চেঁচিয়ে ডাক্‌লে—ওরে গণেশ, তোর কুকুর কি আমায় বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে না?
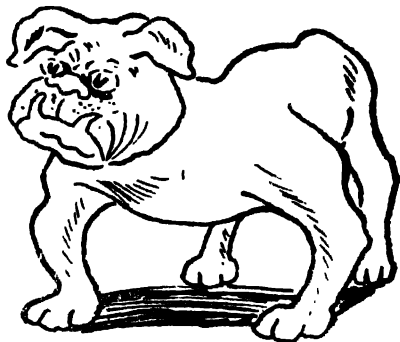
হাঁক ডাক শুনে গণেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে খোকাকে পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে! সঙ্গে সঙ্গে গ্যাঁদা-নাক বুলডগ্‌ও শান্ত হ'য়ে গণেশের পায়ের কাছে বসল।

খানিক বাদেই বাইরে শব্দ শুনে খোকা বুঝ্‌লে—দলবল বেরিয়ে এসে ওঠ্‌বার ব্যবস্থা কচ্ছে।

সেই সঙ্গে ওর ভয় হ'ল, যদি কোন রকম আভাস পেয়ে গণেশ বাইরে বেরিয়ে বুলডগ্‌কে লেলিয়ে দেয় তবেই সর্ব্বনাশ।

কিন্তু মাথা খোকার চিরদিনই সাফ্। অনেক ভেবে চিন্তে—গণেশকে আটকে রাখবার জন্যে সুরু করলে ভূতের গল্প।

গণেশ এমনেই ভয়ানক ভীতু। তারপর সন্ধ্যের আঁধারে গল্প যখন বেশ জমে উঠল—বাইরে শোনা গেল—ডাব পড়বার ধুপ্—ধাপ্ শব্দ। শব্দ শুনে গণেশের মুখটাও অনেকটা খ্যাঁদা-নাক বুল্‌ডগের মতো হ'য়ে উঠ্‌লো। চুল গুলো আপনা আপনি খাড়া হ'য়ে সজারুর কাঁটার আকার ধারণা করলে—মুখ দিয়ে শুধু বেরুতে লাগ্‌লো—ভূ—ভূ—ভূ—ভূ—......

ততক্ষণে গদাই একলাই একটা নারকেল গাছ খালি করে ফেলেছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল দু' মিনিট বাদেই বিশুর বিখ্যাত শীষ্ দেওয়ার শব্দ শুনে!

খোকা বুঝলে—কাজ শেষ, এখন এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা সঙ্গত হ'বে না—বল্লে, গণেশ, অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে—এইবারে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়।

গণেশ তার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, ভাই তুই আমাকে একলা ফেলে পালাবি।

খোকা যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে এই রকম ভাণ

করে বল্লে, কিন্তু ভাই গণেশ আমাকে ত' এই বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাড়ী ফিরতে হ'বে—। দিদি যদি টের পায় ত' আমায় আর আস্তো রাখ্‌বে না।

তারপর তার পিঠ্‌ চাপ্‌ড়ে বল্লে, তোর ভয় কি ? ও বুলডগের কাছে এগোয় কার সাধ্যি !

বুলডগের নামে গণেশের সাহস খানিকটা ফিরে এলো—সে ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে।

ততক্ষণ খোকা বেরিয়ে এসে দলের সঙ্গে জুটেছে।

তারপর গণেশদের বাড়ীর ঘাট্‌লায় বসে সবাই মিলে কি করে এক কাঁদি ডাবের সদ্গতি করলে, সে কথা খুলে না বল্‌লেও বেশ বোঝা যাবে।

পরদিন বারোয়ারী তলায় গ্রামের মাতব্বরদের সে কি তুমুল আন্দোলন! এ গ্রামে ভূতের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে বহু প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু ভূত এসে সন্ধ্যে বেলা ঘাট্‌লায় বসে ডাব খেয়ে গেছে—এ সংবাদ একেবারে অভিনব।

গণেশের বাবা বল্লে, কি বল্‌ব চক্কোত্তি খুড়ো—ঠাকুর্দ্দা ঐ গাছের ডাব বড্ড ভালোবাস্‌তো।

চক্কোত্তি হুকোয় একটা সুখটান দিয়ে বল্লে, বাবাজী আমিও তাই বল্‌ব বল্‌ব মনে কচ্ছিলাম, তুমি গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ডিরই ব্যবস্থা করে এসো।

গণেশের বাবা মাথা নেড়ে বল্লে, হুঁ।

—নয়—

গ্রামে যাত্রা হ'চ্ছে।

যাত্রায় যারা সং সাজ্‌ছে তারাই ত' গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে ; কিন্তু যারা সং সাজছে না তারাও কেউ বড় কম নয়। উত্তর পাড়ার শেতল, দক্ষিণ পাড়ার গণেশ, মধ্য পাড়ার অটল বিহারী—তা ছাড়া কুঞ্জ, হরেকেষ্ট, জগাই, নরহরি. তারিণী,—এরা ত' সবাই আছেই।

আর এই বিরাট বাহিনীর দলপতি হ'চ্ছেন চৌধুরী বাড়ীর খোকা।

আজ কালীবাড়ী, 'নরমেধ যজ্ঞ'—সাঙ্গো পাঙ্গ কারো চোখে ঘুম নেই। কাল বোষ্টম বাড়ী 'রাবণ বধ' পালা —দলটি সন্ধ্যের আগেই ঠিক এসে জুটেছে!

আর অসীম এদের ধৈর্য্য। সামিয়ানা টাঙ্গানো থেকে সুরু করে—দলপতি যখন ঘন ঘন করতাল বাজিয়ে —শ্রীকৃষ্ণের যুগল মিলনের পর যাত্রা ভেঙ্গে দেয়—তখন পর্য্যন্ত এরা মুখ খানা হাঁ করে সমস্ত কথা যেন গিলতে থাকে।

এক একটা পালা শেষ হ'য়ে যায় এক এক রাত্রেই কিন্তু তার জের চলে—সাতদিন ধরে!— রাজা কি রকম তরোয়াল ঘুরিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ঝাড় লণ্ঠন ভেঙ্গে দিয়েছিল—বিদুষকের প্রকাণ্ড তাকিয়ার মতো ভুঁড়ি কি করে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ খুলে গিয়েছিল—কিম্বা পার্ট করতে করতে বড় রাণী কখন রাজার সিংহাসনের আড়ালে গিয়ে হুকোতে দুটো টান দিয়ে এলো—এই সব মুখরোচক গল্প,—বারোয়ারী তলায়, খেলার মাঠে, ইস্কুলের ক্লাসে এমন কি খেতে বসে পর্য্যন্ত চল্‌তে থাকে এবেলার পর ওবেলা—আজকের পর কাল্‌কে।

হরেকেষ্ট আর শেতলের সঙ্গে এই নিয়ে ত' সেদিন রীতিমত মারামারিই হ'য়ে গেল।

হরেকেষ্ট বলেছিল, যে লোকটা পা থেকে মাথা অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে নহুষের প্রেতাত্মার অভিনয় করেছিল—সেই আবার সেজেছিল নারদ—সে নাকি চাদরের ফাঁক দিয়ে তার পাকা দাড়ি আর সাদা জটা দেখ্‌তে পেয়েছিল।

শেতল তার জবাবে বল্লে, তা কক্ষণো নয়—ও সাদা দাড়ী নহুষেরই। প্রেতাত্মা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—দাঁড়ী গোঁফ কামাবে কখন? তারপর আর কথা কাটাকাটি

হয়নি—একেবারে হাতাহাতি সুরু। কার যে জয় হ'য়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি, কিন্তু শোনা গেছে—হরেকেষ্টর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেছে—আর শেতল এখন খুঁড়িয়ে হাঁটে।

* * * *

তা সে যাই হোক—যাত্রার দল ত' পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল—কিন্তু যাত্রার ভূত এসে চাপ্‌ল—চৌধুরী বাড়ীর খোকার ঘাড়ে আর সেই সঙ্গে তার সাঙ্গ পাঙ্গদের পিঠে।

অনেক হৈ-হল্লা করে স্থির হ'ল—ছেলেরা যাত্রা করবে—'রাবণ-বধ' পালা।

স্থান-নির্ব্বাচনও সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেল। নরহরিদের বাড়ীখানা—গ্রাম ছাড়িয়ে একটু আলাদা। বেশ নিরিবিলি—লোক জনও বিশেষ কেউ নেই! বুড়ো বাপ বাতের রোগী ঘরেই চুপ চাপ পড়ে থাকেন—বাইরে বড় একটা বেরোন না।

সেই খানেই ইস্কুল পালিয়ে গ্রামের যত ছেলের হ'ল আস্তানা।

দিন রাত চল্ল যাত্রার মহল্লা। দলের ভেতর শেতলই সব চাইতে ঢ্যাঙ্গা। পা ত নয় যেন দুটো তাল গাছ।

খোকা বল্লে, তাকে হনুমানের পার্টে নাম্‌তে হ'বে। শেতল ত' শুনে খুব খুসী। তারপর দিন থেকে মায়ের ট্রাঙ্কের যত পুরাণো ন্যাকড়া চুরি করে নিয়ে এসে তাই জড়িয়ে জড়িয়ে দিন রাত শুধু হনুমানের ল্যাজই তৈরী কর্চ্ছে।

তারপর ঘনিয়ে এলো—যাত্রার আসল দিনটি। কেউ সজেছে রাম—কেউ লক্ষ্মণ—কেউ সূর্পণখা—কেউ রাবণ—কিন্তু সব চাইতে মানিয়েছে হনুমানকে। হাঁ, ল্যাজ একখানা তৈরী করেছে বটে!

সীতা-হরণ-টরণ হ'য়ে যাবার পর—শ্রীরামচন্দ্র দূত করে লঙ্কায় পাঠালেন হনুমানজীকে সীতার খবর নিয়ে আস্‌তে।

হনুমান অশোক বনে সীতার খবর নেবে, তারপর স্বর্ণলঙ্কা পুড়িয়ে দিয়ে আবার সাগর পাড়ে চলে যাবে। এই হ'চ্ছে দৃশ্যটি।

শেতল আগে থেকে তৈরী হ'য়েই ছিল। আর খোকা এসে সময় মত—ল্যাজে দিলে এক বোতল কেরোসিন ঢেলে। কুঞ্জ পাশে দাঁড়িয়েছিল—দেশলাইয়ের কাঠি ল্যাজে একটু ধরিয়ে দিতে যা সামান্য বাকী! তারপর সুরু হ'ল হনুমানের লঙ্কা-দাহন পর্ব্ব। সেই লম্বা লম্বা

তাল গাছের মতো পা নিয়ে শেতল—একবার এদিক—আর একবার ওদিক লাফাতে সুরু করলে।

বাড়ীর উঠোনে—ছিল যত খড়ের গাদা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌লো।

নরহরির বাবা কোনো দিন ঘরের ভেতর থেকে বেরোন না। কিন্তু সেদিন সেই বেতো শরীরে হঠাৎ যেন লাখো হাতীর বল ফিরে এলো। আগুন দেখে ভদ্রলোক তাঁর সেই বিরাট বপু নিয়ে লাফিয়ে বাইরে নেমে এলেন। তারপর সামনেই হনুমানকে দেখ্‌তে পেয়ে তার ঠ্যাং দুটো ধরে ফেলে এমন ভাবে বোঁ-বোঁ শব্দে ঘোরাতে সুরু করলেন যে, আগুনের চাইতেও তা হ'য়ে উঠ্‌লো ভয়ানক।

ব্যাপার দেখে খোকা ছুটে এসে বল্লে, ওকি কচ্ছেন—আমাদের পালার নাম যে "রাবণ বধ"—হনুমানকে অমন করে ঘোরাচ্ছেন কেন? ওদিকে রাবণ যে পালায়—

চোখ দুটো বড় করে, নরহরির বাবা বল্লেন, হু—। এ পালার নাম 'রাবণ বধ' নয়—এর নাম 'হনুমান হত্যা' —বলেই যে রকম করে তিনি আবার শেতলের ঠ্যাং দুটো ধরে ঘোরাতে লাগ্‌লেন—তাতে কেউ আর এক দণ্ডও সেখানে দাঁড়াতে সাহস না করে—যার যার লম্বা পায়ের সদব্যবহার সুরু করলে।

—দশ—

হনুমান-হত্যা পালার কথা যখন গোটা গাঁয়ে রটনা হ'য়ে গেল—তখন অভিভাবকেরা একদিন দল বেঁধে ইস্কুলে গিয়ে মাষ্টারদের জানিয়ে এলেন,—আপনারা ছেলেদের কিচ্ছু দেখেন না। নইলে এতগুলো ছেলে—ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে দুপুর বেলা এই রকম যাত্রা করে বেড়ায়।

হেড্‌মাষ্টার মশাই—তারপরই একদিন ছুটির পর—গোটা ইস্কুলের মাষ্টারদের লাইব্রেরী ঘরে ডেকে নিয়ে সব কথা খুলে বল্লেন। তারপর জানিয়ে দিলেন—এখন থেকে ছেলেদের কড়া শাসনে রাখ্‌তে হ'বে। নইলে এদের দেখাদেখি সমস্ত ইস্কুলটা যদি বিগ্‌ড়ে যায় ত' লজ্জার আর অবধি থাক্‌বে না।

সেই থেকে সব মাষ্টারদের দুপুর বেলার ঘুম বন্ধ হ'য়ে গেল।

কেদার পণ্ডিতের আফিমের ধাত। দুধ আর আফিম খেয়ে খেয়ে—বেশ নেয়াপাতি ধরণের চমৎকার একটি

ভুঁড়িও গড়ে উঠ্‌ছে। দুপুর বেলাটায় পড়াতে পড়াতে তাঁর মাথাটা কেমন যেন আপনা থেকেই চেয়ারের পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর গোঁফের তলাকার বিরাট মুখটা হাঁ হ'য়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা এবং সেই বিস্ফারিত মুখের ভেতর দিয়ে যে ধ্বনি বেরুতে থাকে—তা, তাঁর বেশ সুনিদ্রারই পরিচয় দেয়।

কিন্তু এই যে নাক ডাকা—সে যেমন আজ্ঞাবাহী ঠিক তেমনি সজাগ।

কোন রকমে হেড্‌মাষ্টারের একটু পায়ের আওয়াজ পেয়েছে কি—অমনি এক লহমায় ডাক গেছে বন্ধ হ'য়ে চোখ হ'য়েছে বিস্ফারিত—দুই ঠোঁটের ভিতরকার বিরাট গহ্বরও মুহূর্ত্তের মধ্যে ভরাট হ'য়ে গেছে।

কিন্তু আবার হেড্‌মাষ্টারের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই যে সেই!

ছেলেরা বলাবলি করত—কেদার পণ্ডিত স্বয়ং-সিদ্ধ পুরুষ। কখন নাক ডাকাতে হ'বে, কখন হ'বে না—তা উনি ঘুমের ভেতরও টের পান। ভবিষ্যৎদর্শী লোক।

কিন্তু গোলমাল বাঁধল একদিন এই ভবিষ্যৎদর্শীর ক্লাসেই। সেদিন ছিল সংস্কৃতের পড়া।

পণ্ডিত মশাই খোকাকে বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন,—নর শব্দের রূপ লেখ্।

তারপর খোকা লিখ্ল কি লিখ্ল না—তা' দেখ্বার আগেই পণ্ডিত মশাইর ঘাড়টা চেয়ারের পেছন দিকে ঝুলে পড়ল—এবং সেই সঙ্গেই তাঁর আজ্ঞাকারী নাক জানিয়ে দিলে—পণ্ডিত মশাই ঘুমিয়েছেন এবং নাক জেগে উঠেছে।

খোকা কিন্তু নর শব্দের রূপ লিখ্ল এবং তা' বাদেও কয়লা দিয়ে পণ্ডিতের সাদা জিনের কোটের পিছনে কি লিখে শান্ত শিষ্ট ছেলেটির মতো নিজের জায়গায় এসে বস্ল।

ক্লাস শেষ হ'য়ে গেলে ঘণ্টার শব্দে পণ্ডিত মশায়ের ঘুম্ ভেঙ্গে গেল।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে চেয়ারের হাতলে বাঁধা উড়ানি চাদরটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলে চোঁ-চা দৌড়ুলেন—প্রথম শ্রেণীর দিকে। সে ঘণ্টায় ওদের বাঙ্লা পড়াতে হ'বে।

ক্লাসে ঢুকতেই সেখানে চাপা হাসির রোল উঠল। একটি ছেলে তার পাশে বসা বন্ধুকে ধাক্কা দিয়ে পণ্ডিত মশায়ের পিঠটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

কাঁপা কাঁপা বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"আমি ঘুমুই কিন্তু নাক জাগে!" পণ্ডিত মশাই উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডে কিছু লিখ্‌তে গেলেই একটা হাসির ঢেউ গোটা ক্লাসের উপর দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু আবার সামনে ফিরতেই সব চুপ্‌চাপ।

পণ্ডিত মশাই টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে কিছুতেই তার কারণ খুঁজে পান না।

সে ঘণ্টা শেষ হ'তে পণ্ডিত মশাই লাইব্রেরী ঘরে এসে আপন মনে হুঁকো টানতে লাগলেন কিন্তু—

ততক্ষণে গোটা ইস্কুলের মাষ্টারের ভীড় জমে গেছে—তার পেছন দিকে। সেকেণ্ড পণ্ডিত—ফোঁক্লা দাঁতে ফিক্ করে হেসে বল্লেন, বলি ও কেদার দা এ কি—পিঠের ওপর কি আজকাল বিজ্ঞাপন ঝুলোতে সুরু করলে ?

হুঁকোটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে পণ্ডিত মশাই বল্লেন, কি রকম—কি রকম ?

আঁকের মাষ্টার মশাই তাঁর গোঁফ জোড়াটা নেড়ে বল্লেন, আহা অত কথার দরকার কি দাদা, বারো শ' সালের জিনের কোটটা খুলেই ফ্যাল না—

সকলের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পণ্ডিত মশাই তাড়াতাড়ি কোটটা খুলে ফেল্লেন।

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই সেটা তার হাত থেকে লুফে নিয়ে টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিলেন।

সবাই চক্ষু বিস্ফারিত করে পড়লে—

"আমি ঘুমুই কিন্তু নাক জাগে"

সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই—"ভেটার নারী" ডোজে এক টিপ নস্যি নিয়ে বল্লেন, ভায়া, ঘুমোই সবাই কিন্তু তোমার মতো এমন 'নুটিস্' দিয়ে ত' কারো ঘুমোনোর কথা শুনিনি।

ততক্ষণে পণ্ডিত মশায়ের চোখ দুটো চর্কির মতো ঘুরতে সুরু হ'য়েছে।

—হ্যাঁ, ওই নীচু ক্লাসের ছেলেদের কাজ! আচ্ছা, আমিও কেদার পণ্ডিত—দেখে নিচ্ছি—বলেই একখানা বেত তুলে নিয়ে যেই ছুটতে যাবেন—সেকেণ্ড পণ্ডিত তাঁকে ধরে ফেলে বল্লেন' ভায়া রাগ চণ্ডাল; কেলেঙ্কারী কোরো না। তা'তে এই প্রমাণ হ'বে তুমি সত্যিই ঘুমিয়েছিলে! নইলে ছেলেরা লিখ্‌ল কি করে? জানো ত' হেড্ মাষ্টারের কড়া মেজাজ?

ভেবে চিন্তে হাতের বেতটাকে ফেলে দিয়ে পণ্ডিত মশাই বল্লেন, তাইত! কিন্তু কি কর্‌া যায়! কিন্তু এ ক্ষুদে শয়তানদের শায়েস্তা না করলেও ত' চল্‌বে না!

তারপর হঠাৎ হ'য়েছে—হ'য়েছে বলে লাফিয়ে উঠে —খোকাদের ক্লাশের দিকে ছুটলেন। অসময়ে পণ্ডিত মশাইকে ক্লাশে ঢুকতে দেখে ছেলের দল চম্‌কে গেল।

পণ্ডিত মশাই এসে আস্ফালন করে বল্লেন—কাল—আমি শব্দ রূপের পরীক্ষা নেবো—যার একটি ভুল হ'বে —তার পিঠে চামড়া থাকবে না,—বলেই যে ধরণে এসে ঢুকেছিলেন—ঠিক সেই ভাবেই থিয়েটারের পলায়মান সৈনিকের মত দ্রুত প্রস্থান করলেন।

এদিকে কিন্তু ব্যাপার সঙ্গীন দেখে খোকার বুকে কাঁপুনি সুরু হ'য়েছে!

কিন্তু তার মগজ চিরদিনই সাফ্। তাড়াতাড়ি ক্লাশ থেকে বাইরে গিয়ে সোজা হাজির হ'ল দপ্তরী কাসেম আলির ঘরে। বল্লে, দপ্তরী, আমায় এক টুক্‌রো রশুন দাও ত' বিশেষ দরকার।

দপ্তরী বই বাঁধছিল। বল্লে, রশুনে কি হ'বে দাদা বাবু?

খোকা বল্লে, দাও না—আমার খুব দরকার।

রশুন জোগাড় করে—তারি একটা কোয়া বোগলে চেপে ধরে—খোকা ঝা ঝা রদ্দুরে এসে দাঁড়ালে।

খুব বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হল না—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার গা একেবারে গরম হ'য়ে উঠল—যেন একশ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর।

এ ফন্দীটি খোকার বহুদিন আগে থেকেই শেখা। পড়াশুনোয় বিশেষ গোলমাল হ'লেই বোগলে রশুন দিয়ে মিনিট দশেক বাইরে দাঁড়াতে যা বিলম্ব। গা যেন পুড়ে যায়—এমনি তেতে ওঠে।

এবারেও সেই ফন্দী করে দেহ যখন বেশ গরম হ'য়ে উঠল—তাড়াতাড়ি গায়ের চাদরখানায় বেশ

ভালো করে মুড়ি দিয়ে—সোজা হাজির হ'ল একেবারে হেড্‌মাষ্টার মশায়ের খাস্‌ কামরায়।

হেড মাষ্টার মশায়ের অসুখের বড্ড ভয়। হাত দিয়ে গা দেখে বল্লেন, একি তুমি এই জ্বর নিয়ে এখনো ইস্কুলে আছ? শিগ্‌গির বাড়ী চলে যাও—কাল আর আস্‌তে হ'বে না—

ঐ টুকুই খোকার পক্ষে যথেষ্ট—পণ্ডিত মশায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙ্‌লে কাঁচ কলা দেখিয়ে ড্যাং—ড্যাং করে বাড়ী চলে এলো।
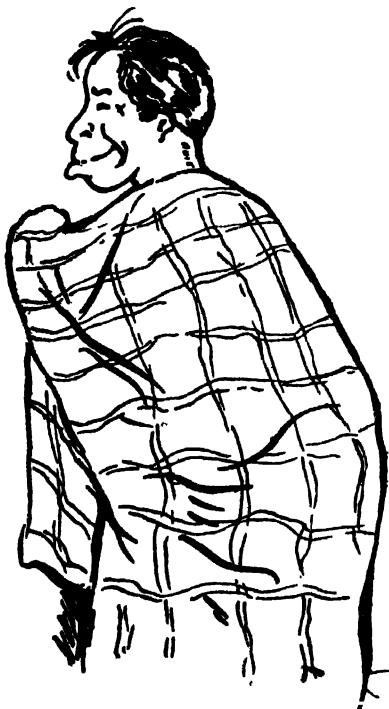
—এগার—

এর দিন সাতেক বাদে আর একদিন ছেলেদের ঐ নীচু ক্লাশটিতেই কেদার পণ্ডিতের রোষ চক্ষু গিয়ে পড়ল।

ক্লাশ শেষে পণ্ডিত মশাই যাবার সময় বলে গেলেন —কালকে একটা শব্দরূপ ভুল হ'লে আর কাউকে আস্তো রাখ্‌ছিনে।

কি জানি কেন, সেই দিনটির পর থেকে—পণ্ডিত মশাই এই ক্লাশটির ওপর একেবারে হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েছিলেন।

অতবড় একটা দুষ্কর্ম্ম করে কেদার পণ্ডিতের হাত এ পর্য্যন্ত কেউ এড়াতে পারেনি। অথচ মজা এই যে মুখ ফুটে কারো কাছে দুঃখের কথা জানাবারও উপায় নেই। সবাই ঠাট্টা করে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

হেড্‌মাষ্টার মশাইকেও এ সম্পর্কে নালিশ জানানো যেতে পারে না—যেহেতু এ থেকে পণ্ডিত মশায়ের কাজে অবহেলাই প্রকাশ পায়।

কইতেও পারিনে—অথচ সইতেও পারিনে—পণ্ডিত মশাই সম্প্রতি এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগ্‌ছিলেন! এবং এই অসুখের একমাত্র দাওয়াই—যেন-তেন-প্রকারেণ—এই সব ক্ষুদে শয়তানদের শায়েস্তা করা। আর শায়েস্তা করতে হলেই তার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে—শব্দ-রূপ বিভীষিকা—পণ্ডিত মশাই এটা বেশ ভালো ভাবেই জান্‌তে পেরেছিলেন।

তাই অনেক ভেবে চিন্তে পণ্ডিত মশাই আজ আবার সেই ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করলেন।

পণ্ডিত মশাই ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যেতেই খোকা সক্কলকে ডেকে বল্লে, কেউ যদি এমন ব্যবস্থা করতে পারে যে পণ্ডিত মশাই কাল কিছুতেই ইস্কুলে আস্‌বেন না—অথচ সে ব্যবস্থা করার জন্যে ক্লাশের কেউ বিপদ-গ্রস্তও হ'বে না—তবে সে সমস্ত ক্লাসের ছেলেকে যে যত খুসী পারে রসগোল্লা খাওয়াবে।

রসগোল্লা খাওয়ার পেছনে যে এমন শক্ত ধাঁধা থাক্‌তে পারে—তা কারো জানা ছিল না—সকলেরই মুখ আস্তে আস্তে হাঁ হ'য়ে গেল!

হঠাৎ পেছনকার বেঞ্চ থেকে রোগা-পট্‌কা একটি ছেলে এগিয়ে এসে বল্লে, পারবো আমি এ ব্যবস্থা

করতে—কিন্তু বাজীর কথা সবাইকার মনে থাকে যেন। ধাঁধা এবং তার জবাব খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সেদিন ছেলেরা যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় গায়ে সেই পেটেণ্ট জিনের কোট ও এবং কাঁধের ওপর উড়ানিখানা চাপিয়ে

যেই পণ্ডিত মশাই দুর্গা নাম স্মরণ করে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, অমনি—সেই রোগা-পট্‌কা ছেলেটি আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে এসে বল্লে, পণ্ডিত মশাই, হরিচরণ শিক্‌দার আপনার খোঁজে এই দিকেই আস্‌ছেন—

রাস্তায় দেখা হ'তে আমায় জিজ্ঞেস্ করেছিলেন, আমি বলে দিয়েছি—আপনি এক্ষুনি এই পথে ইস্কুলে যাবেন।

হরিচরণ শিক্‌দারের নাম শুনেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ কেদার পণ্ডিতের চোখ দুটি কপালের ওপর উঠ্‌বার উপক্রম হ'ল। বল্লেন, বলিস্ কিরে—তা' হলে ত' আজ আর বেরুণো হ'বে না। তুই বাছা বলে দিস্ পণ্ডিত মশাই কোথায় যেন আজ চলে গেছেন। বলেই হন্ হন্ শব্দে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লেন।

বাইরে থেকে শোনা গেল—পণ্ডিত মশাই বলচেন, —গিন্নি, আমি ঘরের ভেতর গিয়ে শুয়ে রইলুম। কেউ যদি এসে আমার খোঁজ করে ত' চাকরটাকে দিয়ে বলে দিও—আমি বাসায় নেই।

সেই কথা শুনে রোগা-পট্‌কা ছেলেটি হাস্‌তে হাস্‌তে ক্লাশে গিয়ে হাজির হ'ল। ক্লাশ-শুদ্ধ ছেলে তাকে ঘিরে ফেলে বল্লে, কিন্তু হরিচরণ শিক্‌দারটি কে? আর তার নাম শুনে পণ্ডিত মশাই বা অমন করে লুকোলেন কেন?

হাতের বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে রোগা-পট্‌কা ছেলেটি বল্লে, সে এক মজার ব্যাপার। ঐ হরিচরণ শিক্‌দার এক বড় মহাজন। ভিন্ গাঁয়ের

লোক। মেয়ের বিয়ের সময় পণ্ডিত মশাই ওর কাছ থেকে শ' কয়েক টাকা ধার করেছিলেন—আজকে ও এয়েছে তারি তাগাদায়। কাজেই পণ্ডিত মশাই যে কোনো মতেই আজ বাড়ীর বের হ'বেন না—একথা নিশ্চিত।

গোটা ক্লাশের ছেলে তখন উৎসবে মেতে উঠেছে।

খোকা ছেলেটিকে ডেকে বল্লে, আচ্ছা সত্যি করে বল্‌ত···হরিচরণ শিক্‌দার কি সত্যিই আজ এয়েছে?

ছেলেটি এইবার ফিক্ করে হেসে ফেলে বল্লে, আরে রাম বল—রসগোল্লা খেতে হ'বে মনে নেই? আমি জান্‌তুম কিনা ব্যাপারটা—কাজেই পণ্ডিত মশাই বেরুতেই হরিচরণ শিক্‌দারের নাম করলাম—তখন যদি তার মুখের চেহারাটা দেখ্‌তিস্ তোরা...বলেই আপন মনে হো-হো শব্দে হাস্‌তে লাগলো।

খোকা এইবার বুক ফুলিয়ে এসে বল্লে, হাঁ—বলেছি যখন তখন নিশ্চয়ই খাওয়াবো। আজ দু'জন সন্ধ্যের সময় আমার সাথে যাবে—সঙ্গে থাক্‌বে একটা বড় হাঁড়ি। তারপর যা-যা করতে হয় সে আমি দেখ্‌বো।

সেদিন সন্ধ্যের আঁধারে—খোকাকে সাম্‌নে রেখে

তিনটি প্রাণী একটা বড় হাঁড়ি নিয়ে ধীরে ধীরে চোরের মত ইস্কুলের মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

মাঠের পাশেই দামোদর ময়রার ছাপ্‌রা। দামোদর নিজের হাতে রসগোল্লা তৈরী করে, আর টিফিনের সময় ইস্কুলে তাই নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে। ছেলেরা দামো-দরের রসগোল্লা পেলে দামোদরের মত ভোজন বিলাসী হয়ে ওঠে—এমনি তার রসগোল্লার নাম ডাক। খোকা প্রকাণ্ড একটা বাখারীর সাম্‌নের দিক্‌টা খুব ছুঁচোলো করে কেটে এনেছিল।

রোগা-পট্‌কা ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে, ওটা দিয়ে কি করবি খোকা?

খোকা বল্লে, চুপ্‌! তোরা দুজনে এই গাছতলায় দাঁড়া। আমি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছি—দামোমর ময়রার ছাপ্‌রার পাশেই একটা নিমগাছ সোজা ওপরে উঠে গেছে। খোকা তারি ওপরে উঠে—ঘরের সঙ্গে লাগানো একটা ডালের ওপর গিয়ে বস্‌ল। দামোদর, ছাপ্‌রার ঠিক নীচে শিকেয় প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি বসিয়ে রেখেছে! সেটা ভর্ত্তী একেবারে—টাট্‌কা গরম রসগোল্লা। খোকা একেবারে যেখানটায় গিয়ে বসেছিল—সেখানকার ঘুল্‌-ঘুলির ভেতর দিয়ে হাঁড়িটা দেখা

যায়। ও করলে কি—ছুঁচোলো কাঠিটা ঘুল্‌-ঘুলির ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিয়ে টকাটক্ রসগোল্লা বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে তুলে আন্‌তে সুরু করলে—তারপর সেইগুলো নীচের দিকে ছুড়ে দিতে লাগল। রোগা-পট্‌কা ছেলেটি তৈরী হ'য়েই ছিল: বল যেমন করে ছেলেরা দুহাতে
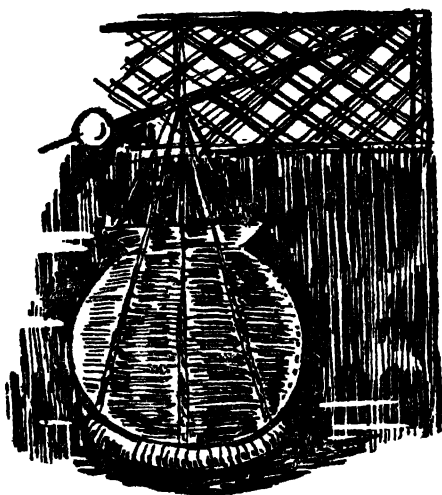
লোফে…ঠিক সেইভাবেই টপাটপ্‌ ধরে ফেলে—হাঁড়ি ভর্ত্তী করতে লাগল।

নীচে দামোদর ডিবের আলোতে বসে রামায়ণ পাঠ কর্চ্ছিল।

ডিবে থেকে এত কালি বেরুচ্ছিল যে আলোর চেয়ে অন্ধকারের ভাগটাই ছিল ঘরের ভেতর বেশী।

হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়তেই দেখ্‌তে পেলে এক একটা রসগোল্লা ওপরে লাফিয়ে উঠছে—আর ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে!

খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখেই—তার সারা দেহে কাঁপুনি স্থরু হ'ল। 'রাম—রাম' শব্দ করতে করতে—রামায়ণখানা হাত থেকে ফেলে দিয়েই বাইরে এসে যে দিকে দুচোখ যায় চীৎকার করে ছুটতে লাগ্‌লো।

ব্যাপার সঙ্গীন হয়ে আস্‌ছে দেখে খোকা গাছ থেকে নেমে ছেলে দুটিকে তার পিছু-পিছু চলে আস্‌তে ইসারা করে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে হাঁড়িও ভর্ত্তী হ'য়ে এসেছিল—ছেলে দুটি আর আপত্তি করলে না, এবং যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে—দলবলের সঙ্গে মিলিত হ'ল।

পরদিন গোটা ইস্কুলের লোক জান্‌তে পারলে দামোদর এক রকম ভূতুড়ে রসগোল্লা তৈরী করেছিল—যা' হাঁড়ী থেকে লাফিয়ে উঠে আকাশে উড়ে পালায়।

সেদিন ছেলে মহলে রসগোল্লা বিক্রী বড্ড কমে গেল।

—বারো—

একদিন টিফিনের ঘণ্টার পর ইস্কুলের নীচু ক্লাশের ছেলেদের ভেতর মহা হুল্লোড় সুরু হ'য়ে গেল।

লাফা-লাফি, বই ছোঁড়া-ছুঁড়ি, ডিগবাজী খাওয়া ও চীৎকার—একটু কম্‌লে জানা গেল আজকেই ডাকে হেড্‌ মাষ্টার মশাই একখানি চিঠি নাকি পেয়েছেন—তাতে আর একটা জেলার একটি ইস্কুলের জুনিয়ার দল এই ইস্কুলের জুনিয়ার দলকে—ফুট্‌বল প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছে।

ও ইস্কুলের খবর ত' আমাদের বিশেষ জানা নেই, কিন্তু এটা আমরা বেশ জানি যে, এই ইস্কুলের জুনিয়ার দলের ক্যাপ্টেন অর্থাৎ মোড়ল আমাদেরই খোকা।

ক্যাপ্টেন হওয়ার মস্ত বড় একটা সুবিধে এই যে, মাঠে নাম্‌তে হয় না, বেশ নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে গোটা দলটির উপর নির্ব্বিবাদে মোড়লি করা চলে। কাজেই অনেক ভেবে চিন্তে আমাদের খোকা এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটির ভার গ্রহণ করেছে।

সুতরাং তারই উৎসাহ সব চাইতে বেশী। সমস্ত

ইস্কুলের মুখপাত্র হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দলবল নিয়ে সিটি বাজিয়ে অন্য জেলায় খেল্‌তে যাবে—এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! প্রতি একটা করে কথার পর—বল্‌বে 'আমার টিম' আশে পাশের ছেলেরা কাণে কাণে বল্‌বে —জানিস্ ওই যে টিমের ক্যাপ্টেন'।

সেই ক্যাপ্টেন···হ'য়ে অন্যত্র খেল্‌তে যাওয়ার বিপুল গৌরব আজ খোকার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে।

হেডমাষ্টার মশাই সবাইকে ডেকে দিন স্থির করে দিলেন, শনিবার দিন ইস্কুলের পর খেলোয়াড় দল রওনা হ'বে।

নৌকো করে ষ্টেশনে যেতে হ'বে, সেখান থেকে রেল গাড়ীতে যাওয়াই সব চাইতে সুবিধে। এগার জন খেলোয়াড়, পাঁচ জন সঙ্গে বেশী—কি জানি যদি কারো ঠ্যাং ভাঙ্গে কি হাত মচ্‌কায়—তবে ত' খেলা বন্ধ রাখা চল্‌বে না! সবার ওপরে রইল—ক্যাপ্টেন শ্রীমান্ খোকা। খোকা তাড়াতাড়ি মনোহারী দোকানে গিয়ে ভালো দেখে একটা বাঁশী কিনে ফেল্‌লে। তার সিটি শুনে সবাইকে চল্‌তে হ'বে এই কথা বার বার সে খেলোয়াড়দের জানিয়ে দিলে।

নৌকো গিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছতে—কুলি এসে ছুটতে ছুট্তে জানালে—শিগ্গীর আসুন বাবুরা—গাড়ী এক্ষুনি এসে পড়বে।

সবাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্ল। যার যার সুট্কেস্ হাতে নিয়ে হন্ত দন্ত হ'য়ে বল্লে, চল হে ক্যাপ্টেন, দাঁড়িয়ে কেন?—টিকিট করতে হ'বে না?

ক্যাপ্টেনের হুস্ই নেই! যেন প্রকাণ্ড একটা ভোজ খেয়ে দাঁতে খড়্কে চালিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ী মুখো ফিরবে—এম্নি গদাই-লস্করী ভাব।

বল্লে, টিকিট? টিকিট আবার কিসের? রেল কোম্পানীকে পয়সা দিয়ে খেল্তে যেতে হ'বে নাকি?

ক্যাপ্টেনের ভাব ভঙ্গী দেখে খেলোয়াড়দের চোখ কপালে গিয়ে উঠ্ল।

সেই রোগা পট্কা ছেলেটি 'সেণ্টার ফরোয়ার্ডে' খেলে। এগিয়ে এসে বল্লে, বল কি ক্যাপ্টেন? শেষ কালে খেল্তে এসে হাতে দড়ি পড়বে নাকি?

ক্যাপ্টেন ফিক্ করে হেসে ফেলে বল্লে, হ্যাঁ, হাতে দড়ি পড়লেই হ'ল—একি মগের মুল্লুক নাকি? চল হে —সব চল—এতক্ষণে বোধ করি 'সিগ্ন্যাল' নীচু করে দিয়েছে।

যে ছেলেটি গোলে খেলে—তার চেহারা যেমন গোল—প্রাণের ভয় ততোধিক!

প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়েই বল্লে, তা হ'লে ক্যাপ্টেন আমি ফিরেই যাই—আস্‌বার সময় ঠ্যান্‌পিসি পেছন থেকে ডাক্‌লে—মাথার ওপর একটা টিক্‌টিকিও বোধ করি টিক্‌-টিক্‌ করে উঠেছিল—মা বল্লে রাঁধা পায়েস ফেলে যাচ্ছিস্—

ক্যাপ্টেন হুম্‌কি দিয়ে উঠে বল্লে—হ্যাঁ, পায়েস—। কত খাবার খেতে পারিস্‌ রাস্তায় দেখ্‌বো। কাওয়ার্ড!

এই একটি কথায় যেন 'গোল কিপারের' পুরুষত্বে আঘাত লাগ্‌ল। তবু প্রাণের ভয় বড় ভয়, আস্তে আস্তে বল্লে, কিন্তু এই টিকিট না করে যাওয়াটা—

ক্যাপ্টেন তার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বল্লে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—টিকিট না করেই আমরা যাবো—তুই আমার সঙ্গে থাক্‌বি।

খেলোয়াড় দল এতক্ষণ হাঁ করে দু'জনের কথা গিল্‌ছিল—এইবার সুযোগ, বল্লে, হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমরা সবাই ত' এক গাড়ীতেই উঠ্‌ব।

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বল্লে, না।

রোগা পট্‌কা ছেলেটি বল্লে, না! কন্তু

চেকার যখন টিকিট চাইবে—আমরা কাকে দেখাবো শুনি ?

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বল্লে, আহা তখন কি জবাব দিতে হ'বে—সেই কথাই ত' আমি বল্‌তে চাচ্ছি—কিন্তু তোরা বল্‌তে দিচ্ছিস্‌ কৈ ?

—বেশ কি বল্‌ব শুনি ?—সবার কাছ থেকে সাগ্রহে এই প্রশ্ন এলো।

পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন বল্লে, দু'জন তিন জন করে এক এক খানা গাড়ীতে উঠ্‌বি। যদি চেকার টিকিট চায় ত' বল্‌বি টিকিট আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে—অন্য গাড়ীতে আছে। সে ক্যাপ্টেন খুঁজে বের কর্ত্তে কর্ত্তে আমরা আসল যায়গায় গিয়ে হাজির হ'ব।

এতক্ষণে খেলোয়াড় দল নিশ্চিন্ত হ'য়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লে! তাহ'লে তাদের সত্যি বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে হ'বে না।

শেষটা তাই হ'ল। দু'জন তিন জন করে যে যে-গাড়ীতে উঠ্‌তে সুবিধে পেলে উঠে পড়ল।

ক্যাপ্টেন আর দুটি ছেলের সঙ্গে একটা গাড়ীতে উঠে পড়ল।

পরের ষ্টেশন আস্‌তেই সঙ্গের ছেলে দুটি রকমারী খাবার ফিরি করতে দেখে ঢোক গিলে বল্লে, এরি মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে উঠ্‌ল। সমস্তটা রাত্তির ত গাড়ীতে কাটাতে হ'বে।

খোকা বেঞ্চের একধারে কাত হ'য়ে শুয়েছিল—ওদের কথা শুনে উঠে বসে বল্লে, কিছু খাবি? তা' বল্লেই ত' হয়, এই—খাবারওয়ালা এদিকে—এইবার গাড়ী ছাড়বার আগে যতখুসী খেয়ে নে।

ছেলে দুটিকে বেশী অনুরোধ করতে হ'লনা। খাবার-ওয়ালার হাত থেকে দুটো ঠোঙ্গা ভর্ত্তী খাবার নিয়ে তার যথাযোগ্য সদ্‌ব্যবহার সুরু করে দিলে। তখনো ওদের খাওয়া একেবারে শেষ হয়নি,—এমন সময় গাড়ী সিটি দিয়ে দিলে ছেড়ে।

খাবারওয়ালা—বাবু আমার পয়সা—বলে গাড়ীর পেছনে পেছনে ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

ক্যাপ্টেন এ পকেট খোঁজে—ও পকেট দ্যাখে—আর বলে—য়্যাঁ—আমার!

ছেলে দুটির খাবার তখন একেবারে গলায় গিয়ে ঠেকেছে! বল্লে, বল কি ক্যাপ্টেন পয়সা খোয়া গেল নাকি?

পয়সা হাত ছাড়া হয় দেখে খাবারওয়ালা গাড়ীর হাতল ধরে লাফিয়ে উঠে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। ঠিক সেই সময় ক্যাপ্টেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে—বলে আনন্দে চীৎকার করে উঠে একটা রুমাল

পকেট থেকে বের করে জান্‌লা দিয়ে বাইরে প্ল্যাট্‌ফরমের ওপর ফেলে দিলে। রুমাল সানের ওপর পড়তেই ঠন্‌ করে শব্দ করে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে খাবারওয়ালাও

গাড়ীর হাতল ছেড়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সঙ্গের ছেলে দুটি চীৎকার করে উঠে বল্লে, আরে ক্যাপ্টেন সব টাকা পয়সা শুদ্ধু রুমালটা ফেলে দিলে নাকি? বেশ ভারী বলেই মনে হ'ল যে! ঠন্ করে একটা শব্দও কাণে গেল—না?

ক্যাপ্টেন মুচ্‌কি হেসে বল্লে, হ্যাঁ, ওরকম ঠন্ করে শব্দ করার ব্যবস্থা আরো আছে—বলে পকেট থেকে আরো গোটা কয়েক রুমাল বের করে দেখালে, সব গুলোতেই টাকা বাঁধা আছে বলে মনে হ'ল।

ছেলে দুটি অবাক্ হ'য়ে বল্লে, এতগুলো কাঁচা টাকা এমন আল্‌গা ভাবে লোকে রাখে? আর ও খাবারওয়ালা বেটাকেই বা কত দিলে?

ক্যাপ্টেন তেম্‌নি বিজ্ঞের হাসি হেসে বল্লে, কত দিলুম দেখবি? বলে একটা রুমাল একজনের হাতে তুলে দিলে।

সে তাড়াতাড়ি রুমালটা খুলে ফেলে দেখে—গোটা কয়েক টিনের চাক্তি—টাকা আধুলি সিকি দোয়ানির মাপে কাটা!

অবাক্ হ'য়ে বল্লে, একি রে! খাবারওয়ালাকে এই রকম দাম দিলি নাকি?

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বল্লে, হুঁ! কিন্তু শুধু তোদের দুটিকে খাওয়ালেই ত' চল্‌বে না—প্রতি ষ্টেশনে সবাইকে যাতে খাওয়াতে পারি তার ব্যবস্থা করে রেখেছি—বলে পকেট থেকে রুমালগুলো বের করে তাদের চোখের সাম্‌নে নাড়া-চাড়া করতে লাগ্‌ল।

ছেলে দুটোর চোখ ততক্ষণে কপালের ওপর উঠে গেছে!

ইতি মধ্যে একবার এক টিকিট চেকারের শুভাগমন হ'য়েছিল। গম্ভীর ভাবে ক্যাপ্টেন নিজেই বলে দিয়েছে আমরা খেল্‌তে যাচ্ছি, টিকিট আমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাশে।

সেবারকার মতো চেকার সেই কথাতেই চলে গেছে।

এখনো সেই টিকিট সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। একটি ছেলে বল্লে—নাঃ খাবার খেয়েও মনে প্রাণে সুখ নেই।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস্ করলে, কেনরে আবার কি হ'ল?

ও বল্লে, যদি চেকার বেটা আবার আসে?

ক্যাপ্টেন জবাব দিলে, সে না হয় একটা বুদ্ধি বাৎলে দিলেই হবে। আগে থেকেই ভেবে ভেবে আধমরা হ'য়ে থেকে কি লাভ?

আর একটি ছেলে পায়ের কাছে কি একটা কুড়িয়ে পেয়ে বল্লে, ওরে এই যে একটা টিকিট পেয়েছি।—কিন্তু এ যে হাফ্ টিকিট!

সঙ্গের সেই ছেলেটি জবাব দিলে, হাফ্ টিকিটে কি হ'বেরে? যাচ্ছি আমরা তিনজন—আর টিকিট দেখাবো আধখানা? তা হ'লে ভাই আর খেল্‌তে যেতে হবে না—তারা তবে গাঁটের কড়ি খরচ করে—টিকিট কিনে সোজা পাঠিয়ে দেবে রাঁচি।

ক্যাপ্টেন একটা হাই তুলে বল্লে, আচ্ছা তা হ'লে আধখানি টিকিট আমার পকেটেই থাক্।

ঠিক এমনি সময় সেই টিকিট চেকারকে তাদের কামরার দিকে আস্‌তে দেখা গেল।

ছেলে দুটির তখন মুখের কথা বন্ধ হ'য়ে হৃৎকম্প সুরু হয়েছে। ক্যাপ্টেন একবার ভাব্‌লে পায়খানার ভেতর পালাই। কিন্তু হঠাৎ হাতের হাফ্ টিকিটের দিকে নজর পড়তেই তার মগজ একেবারে সাফ্ হ'য়ে গেল। সঙ্গের ছেলে দুটিকে বল্লে, ওরে তোরা শিগ্‌গীর বেঞ্চের তলায় ঢুকে পড়। তারা অবাক্ হ'য়ে বল্লে, বেঞ্চের তলায় গেলে বুঝি দেখতে পাবে না। ক্যাপ্টেন হুম্‌কি দিয়ে বল্লে, যা বলছি তাই কর না—

খেলোয়াড় দুটি সবে গিয়ে বেঞ্চের তলায় মাথা গলিয়েছে এমনি সময় চেকার ভেতরে ঢুকে বল্লে,—কৈ কোথায় তোমাদের টিকিট শিগ্‌গীর দেখাও—
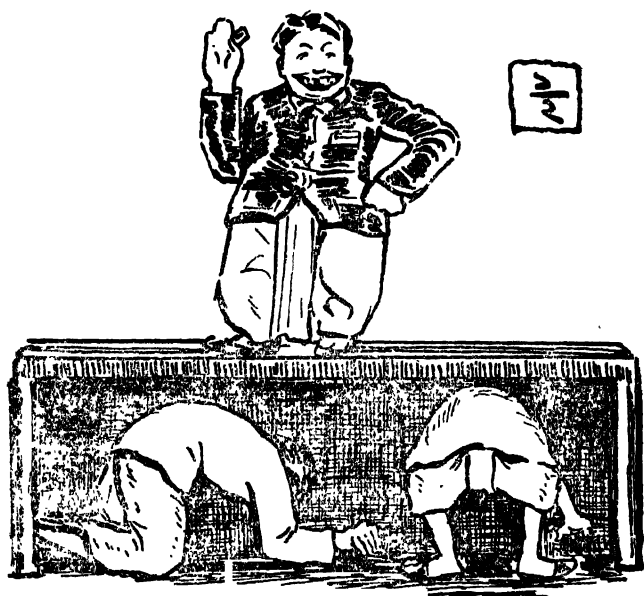
ক্যাপ্টেন যেন—নাচের পুতুলের মতো তৈরী হ'য়েই ছিল। লাফিয়ে বেঞ্চের ওপর উঠে একগাল হেসে

ফেলে সেই হাফ্‌ টিকিটখানা বের করে দিয়ে বল্লে, এই যে—

চেকার যেন আকাশ থেকে পড়ল।—হুম্‌কি দিয়ে বল্লে, কি রকম—তিন জন লোক—আর দেখাচ্ছ একটা হাফ্‌ টিকিট !

ক্যাপ্টেন মাথা নেড়ে বল্লে, তিন জন কোথায় ? বেঞ্চের ওপর একজন আর তলায় দুজন—হাফ্‌ টিকিট নয়ত কি পুরো টিকিট দেখাবো ?

কথা শুনে চেকারের হাঁ'টা আরো বড় হ'য়ে গেল—সেটা বন্ধ করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তার লোপ পেল।

—ভেঙ্গরা—

এই স্কুলের অনেক দিনকার একটা প্রথা আছে—যে গ্রীষ্মের ছুটির আগের দিন—ছেলেদের উৎসাহে একটা প্রীতি-সম্মিলনী হয় এবং তার পর থেকেই স্বরু হয়—আম খাবার লম্বা বন্ধ।

কিছুদিন হ'ল ভীষণ গরম পড়ায় সকাল বেলাকার ক্লাশ চল্‌ছিল—ছুটিও ক্রমশঃ ঘনিয়ে আস্‌ছে—আর ছেলেদের ভেতর সম্মিলনীর উৎসাহটাও বেড়ে উঠ্‌ছে দিনকে দিন।

তাতে জুনিয়ার দলের উৎসাহই সব চাইতে বেশী। কেন না, এবার তারা চার গোলে সেই ভিন্ জেলার ইস্কুলকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। প্রথম দিন ত' তারা এমন ভাবে এসে ক্লাশে ঢ়ুক্‌ল, যেন তাদের পা গুলো আর মাটীতে লাগ্‌ছে না। সবাই যেন আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে!

কাজেই এবারকার প্রীতি-সম্মিলনীতে জুনিয়ার দলের যে প্রবল উৎসাহ হ'বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

অনেক গবেষণা করে স্থির হল—সকালবেলাকার

ব্যাপার যখন—ছেলেদের আবৃত্তি হ'বে—গান হ'বে। ছোটো ছোটো নির্ব্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হ'বে—তারপর খাওয়া দাওয়া। মাষ্টার মশাইরাও এ উৎসবে যোগ দিয়ে ছেলেদের আনন্দ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেন।

জোর মহলা চল্লো ছেলেদের।

ইতিমধ্যে একদিন একটি ছেলে এসে বল্লে, পাশের গ্রামে কল্‌কাতা থেকে দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন—একজন চমৎকার গান গাইতে পারেন আর একজন নাকি এমন রগড়ের হাস্য-কৌতুক করেন যে—আসরের মাঝখানেই হাস্‌তে হাস্‌তে দম্ ফেটে যাবার উপক্রম!

নতুন ধরণের আমোদের খোঁজ পেয়ে ছেলেরা নতুন করে মেতে উঠ্‌ল।

নিজের নিজের আবৃত্তির খাতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে, এই রইল এবার আবৃত্তি আর রইল তোমাদের গান! কল্‌কাতার ঐ হাস্য-কৌতুক আর গানের ব্যবস্থাই করতে হ'বে এবারকার প্রীতি-সম্মিলনীতে। প্রত্যেক বার একঘেয়ে প্যান্ প্যানানী—আর ভালো লাগে না।

ভোম্বলের "শুধু বিঘে দুই", গণেশের "প্রলয় নাচন" —আর বিশ্বম্ভরের "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটীর পথ" প্রত্যেক বারের আসর একেবারে মাটী করে দেয়।

মাথা নেড়ে সবাই কথাগুলোয় সম্মতি দিলে।

যে ছেলেটি খবর এনেছিল—সে-ও বল্লে—ভদ্রলোক দুটিকে একবার জানালেই তাঁরা খুসী হ'য়ে এসে প্রীতি-সম্মিলনীতে যোগদান করবেন।

ছেলেরা বল্লে, তবে ত' সোনায় সোহাগা। এবার ছেলেরা লাগ্‌লো অন্য কাজে। আবৃত্তি শিখ্‌তে যতটা সময় নস্ট কর্চ্ছিল—তার চাইতে বেশী সময় দিতে লাগ্‌ল—এবার থেকে আসর সাজাতে। বাঁশ দিয়ে কি করে একটা মঞ্চের মতন তৈরী হ'বে—যেখানে দাঁড়িয়ে হাস্য-কৌতুকের রগড় করলে—সবাই দেখ্‌তে পাবে—তারপর—থামের মতন সব সারে সারে বসিয়ে—দেবদারু পাতা আর রঙ্গীন কাগজ দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া, দু'পাশে কলা-গাছ পুঁতে চমৎকার তোরণ দ্বার তৈরী করা—এই সব কাজের মোড়লী নিলে জুনিয়ার দলের ক্যাপ্টেন শ্রীমান খোকা।

কাজও অনেক দূর এগিয়ে এলো। এখন শুধু অনুষ্ঠানের দিন গোটা যায়গাটাকে সামিয়ানা দিয়ে ঢেকে—সতরঞ্চ বিছিয়ে দেয়া।

কিন্তু মাথায় বাজ পড়ল প্রীতি-সম্মিলনীর দু'দিন আগে।

যে ছেলেটি একদিন এসে কল্‌কাতার গায়কদের খবর দিয়ে সমস্ত ইস্কুলের ছাত্রদলকে উৎসাহিত করে তুলেছিল, সেই আবার ভগ্নদূতের মতো মুখখানাকে আম্‌শীর মতো করে এসে বল্লে, সর্ব্বনাশ !

খোকা তখন মঞ্চের চারদিকে পদ্ম আঁকছিল। বল্লে, সর্ব্বনাশটা কি শুনি ?

ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, খবরটা পেয়েই আমি ছুটে আস্‌ছি !

একটি ছেলে পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে জবাব দিলে, সে ত' দেখ্‌তেই পাচ্ছি—কিন্তু খবরটা কি শুনি ?

ছেলেটি বল্লে, ওগাঁয়ের ইস্কুলের ছেলেরাও আমাদের দেখাদেখি প্রীতি-সম্মিলনী সুরু করেছে।

খোকা পদ্ম-পাতায় একটা আঁচড় কেটে বল্লে, বেশ-ত' তাতে তোর এত হাঁপাবার দরকার কি ?

ছেলেটি চোখ দুটো একবার চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লে, বারে ! হাঁপাবো না ? আমাদের সেই কল্‌কাতার ভদ্রলোক দুটিকে ওরা টাকা দিয়ে সব ঠিক-ঠাক্ করে ফেলেছে যে !

এরি মধ্যে সব ছেলে এসে হাঁ করে কথা গিল্‌ছিল।

খোকা বল্লে, কি রকম ?

ছেলেটি বল্লে, হ্যাঁ রকম আছে। একটু আড়ালে আয়।

খোকা তাকে নিয়ে মঞ্চ ছেড়ে একটা জামরুল গাছতলায় হাজির হ'ল। বল্লে, ভণিতা রেখে ব্যাপারটা কি বলত?

ছেলেটি দুবার ঢোঁক গিলে বার কয়েক আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্লে, এমনটি ঘট্‌ত না। কিন্তু ওইস্কুলের সেক্রেটারী নাকি বুড়ো বয়েসে আবার বিয়ে কচ্ছে। ছেলেরা তাই জান্‌তে পেরে সবাই দল বেঁধে গিয়ে ধরেছে—প্রীতি-সম্মিলনী করবো—চাঁদা দিতে হ'বে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে খোকা বল্লে, তারপর? ছেলেটি জবাব দিলে, তারপর আরো অবাক্ কাণ্ড। প্রকাণ্ড কৃপণ বলে যার চিরদিনের নাম ডাক সেই সেক্রেটারী মশাই নাকি এক সঙ্গে নগদ কুড়িটি টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তাই পেয়েই ত' ওদের এই কাণ্ড!

খোকা তাকে হিড়-হিড় করে টান্‌তে টান্‌তে বল্লে, চল্ যাবো সেই কেপ্পন সেক্রেটারী বাবুর কাছে। বল্‌ব, আমাদের আগে থেকে সব ঠিক-ঠাক্ হ'য়ে ছিল। তিনি কল্‌কাতার বাবুদের ছেড়ে দিন।

গোটা ইস্কুলের ছেলে কী একটা ঘটেছে ভেবে হাঁ করে তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

খোকা ছেলেটিকে নিয়ে যখন পাশের গাঁয়ে ইস্কুলের সেক্রেটারী সাহেবের বাসায় পৌঁছুল—তখন ঠিক দুপুর বেলা।

জান্‌লা দিয়ে বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে—
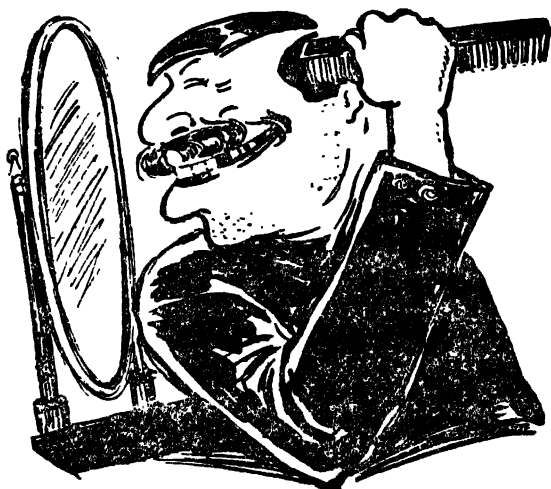
ভদ্রলোক তাঁর পাকা চুলে কলপ মেখে চুল আঁচড়াচ্ছেন আর আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আপন-মনে ফিক্ ফিক্ হাস্‌ছেন।

ছেলে দুটিকে দেখ্‌তে পেয়ে মুখখানা ভারী করে সেক্রেটারী মশাই জিজ্ঞেস্ করলেন—কি চাই তোমাদের—?

খোকা মরিয়া হ'য়ে এগিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলে জানালে—কল্‌কাতার ভদ্রলোক দুটিকে ছেড়ে দিতে হ'বে।

মুখখানা বাঙ্‌লা পাঁচের মতো করে সেক্রেটারী বল্‌লেন, সে ত' হবে না বাপু, ছেলেরা ঠিক ঠাক্ করে ফেলেছে। এখন আমি কি করে তাঁদের ছেড়ে দি বল?

খোকা মিনতি করে বল্‌লে, তা হ'লে আমাদের উৎসবের পরের দিন এখানে সম্মিলনী হোক।

সেক্রেটারী মশাই মাথা নেড়ে বল্‌লেন, তাও তো বাপু হ'বার যো নেই। তারপর দিনই আমাকে দার্জ্জিলিং যেতে হ'বে, সবাই জানে—বলেই স্থান কাল ভুলে গিয়ে একটু মুচ্‌কি হেসে ফেল্‌লেন।

খোকা বুঝে নিলে—সেক্রেটারী মশাই তার পরদিন দার্জ্জিলিংএ বিয়ে করতে যাবেন।

মুখখানা লাল করে দুজনে গ্রামের দিকে রওনা হ'ল।

ছেলেটি বল্‌লে, তা হ'লে কি হ'বে ভাই ক্যাপ্টেন?

খোকা বল্‌লে, দেখ্‌না মজা! আমি কি সহজে

ছাড়বো? প্রীতি-সম্মিলনী আমাদের করা চাই। এবং কল্‌কাতার ঐ দু'জন ভদ্রলোককে নিয়েই।

ছেলেটি অবাক্ হ'য়ে বল্‌লে, কিন্তু তা কি করে সম্ভব হ'বে ভাই?

খোকা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্‌লে, হ'বেরে, হ'বে —তুই দেখে নিস্।

প্রীতি-সম্মিলনীর দিন তিন্ গাঁয়ের ছেলেরা সকাল বেলা এসে দেখ্‌লে—হেড মাষ্টার মশায়ের নাম সই করা এক নোটিস টাঙ্গানো রয়েছে—ঠিক ইস্কুলের ঘণ্টাটির ওপরেই। এই লেখা—

"সেক্রেটারীর দার্জ্জিলিং গমন উপলক্ষ্যে প্রীতি-সম্মিলনী বন্ধ রহিল।

সেক্রেটারী মহাশয়ের দার্জ্জিলিং যাওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বেই ভালো ভাবে প্রচারিত হ'য়েছিল। তবে দিনটা বদ্‌লে গেছে এই যা! অবিশ্বাস করবারও যো নেই। অবিকল হেড্ মাষ্টার মশায়ের নিজের হাতের নাম সই।

ও গাঁয়ের ছেলের দল প্রতি বছর খোকাদের ইস্কুলের প্রীতি-সম্মিলনীতে এসে যোগ দেয়।

তারা যখন দেখ্‌লে—তাদের উৎসব বন্ধ হ'য়ে গেল

—তখন সবাই দল বেঁধে খোকাদের ইস্কুলের দিকেই রওনা হ'ল।

খোকা সকাল বেলা থেকে ইস্কুলের পাশে ঝোঁপের

আড়ালে সেই ছেলেটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছিল। এইবার বেরিয়ে এসে ছেলেটির কানে কানে বল্‌লে,

যা—এক্ষুনি গিয়ে কোল্‌কাতার ভদ্রলোক দুটিকে ডেকে নিয়ে আয়। আর যাবার মুখে নোটিসটাও একবার দেখিয়ে নিয়ে যাস। কিন্তু বেশী দেরী যেন না হয়! সেক্রেটারী আর হেড্‌ মাষ্টার এসে পড়বার আগেই আমাদের গাঁয়ে গিয়ে হাজির হওয়া চাই।

ছেলেটিকে আর বেশী কিছু বল্‌তে হ'ল না। সেক্রে-টারীর ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটেছিল। নিজে কথা দিয়ে তা রাখ্‌তে পারবে না বলে।

এইবার তাকে জব্দ করবার সুযোগ পেয়ে লাফাতে লাফাতে ভদ্রলোক দুটিকে আন্‌তে চলে গেল।

আধঘণ্টা টাক্‌ বাদে হেড্‌ মাষ্টারের সঙ্গে 'চুলে-কলপ-লাগানো' সেক্রেটারী মশাই এসে যখন ইস্কুলের আঙ্গিনায় হাজির হ'লেন—তখন তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে একটি পিঁপড়েও বসে নেই!

ততক্ষণে খোকাদের ইস্কুলে দুটি গাঁয়ের সমস্ত ছেলে মিলে কল্‌কাতার রগড় শুন্‌তে শুন্‌তে—হেসে মাটীতে গড়িয়ে পড়ছিল।

———

—চৌদ্দ—

সমস্তটা বছর ক্লাসের মোড়লী, ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেনী এবং বাড়ীতে নন্দ দুলালী করে—বছর শেষে যখন বাৎসরিক পরীক্ষা এসে সাম্‌নে ভ্রূকুটি করে দাঁড়ালো তখন পাঠ্য-পুস্তকের দিকে তাকিয়ে খোকা দেখ্‌লে—অনেকগুলো বইয়েরই পাতা কাটা হয় নি। কিন্তু এখন উপায়!

হেড্‌মাষ্টার মশাই কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছেন—যে একটি বিষয়ে ফেল্‌ করবে—তাকে হাজার কান্নাকাটি করলেও ওপরের শ্রেণীতে তুলে দেওয়া হ'বে না।

আর খোকাত' একাই নয়। ক্লাশকে ক্লাশ শুদ্ধুই যে সেই ব্যাপার! মোড়ল যদি বইয়ের পাতা না কাটে ছেলেরাই বা কি করে মলাটের পাতাটা উল্টে দেখে!

ওদিকে বাড়ীর ভয় ত' সবাইকারই আছে।

মীমাংসার জন্যে একদিন বিকেলকার খেলার শেষে গুপ্তচক্রের বৈঠকী হ'ল। সভায় স্থির সিদ্ধান্ত হ'ল—সবাই দল পাকিয়ে কায়দা করে বই নকল করে পাশ করতে হ'বে।

মহা উল্লাসে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু পরীক্ষার দু'দিন আগে হেড্ মাষ্টারের সার্কুলার শুনে সবাই চোখে সর্ষে ফুল দেখ্‌তে সুরু করলে।

হেড্ মাষ্টার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন—পরীক্ষা দিতে বসে কারো সঙ্গে কারো কথা বলা একেবারে নিষেধ। আর শুধু তাই নয়—প্রতি দুটো বেঞ্চের জন্যে একজন করে গার্ড থাক্‌বে, তার কাজই হ'বে—ছেলেরা টুকে লিখ্‌ছে কিনা তাই দেখা।

বিনোদ বল্লে, তা হলে এ বছর এই ক্লাশেই থাক্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি।

ফণী এক টিপ নস্যি নিয়ে বল্লে,—ভাবছি কাল সেজমামার সঙ্গে মামার বাড়ী চলে গিয়ে একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেবো।

হীরু বল্লে, কিন্তু আমার মামা ত' ডাক্তার নয়—আর তা ছাড়া এখন মামার বাড়ী যাবার কথা তুল্লে, বাড়ীতে খাওয়া বন্ধ করে দেবে।

খোকা বল্লে, কাউকে কিছু ভাবতে হ'বে না—আমরা যদি এক জোটের হই ত' গার্ড আমাদের কি করবে? বইয়ের কোন্ পাতায় যে কি আছে তাই আমাদের

কারো জানা নেই—এখন সেইগুলোই এই দুইদিন উল্টে পাল্টে সবাইকে দেখে রাখ্‌তে হ'বে।

সভা ভেঙ্গে গেল।

—এবং দুদিন বাদে যথারীতি পরীক্ষাও সুরু হ'ল। ছেলেদের এবার মুখে রা নেই। শুধু কলমের ডগাটা কামড়ায় আর কড়ি কাঠের পানে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে টিকটিকির লড়াই দেখে।

টিফিনের পর একজন গার্ড ত' একটি ছেলেকে ইংরাজী বই থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে টুক্‌তে দেখে সোজা একেবারে হেড্‌ মাস্টারের কাছে ধরে নিয়ে হাজির!

তারপর থেকে কেউ আর কারো পানে চাইতে পর্য্যন্ত সাহস পায় না—কথা বলা ত' দূরের কথা।

কিন্তু খোকার লেখার বিরাম নেই। সবাই ভাবে—এ ছোক্‌রা দুদিনের মধ্যে গোটা বইটা মুখস্ত করে ফেল্ল নাকি?

রকম-সকম দেখে গার্ডরা ঘন ঘন তার পেছন দিয়ে আনা-গোনা সুরু করল। কিন্তু খোকা মনযোগী ছেলের মতো শুধু লিখেই চলেছে অন্য দিকে তাকাবার পর্য্যন্ত ফুরসৎ তার নেই!

খোকার লেখার স্পীড্‌ দেখে অন্যান্য ছেলেদেরও

ভাব যেন একেবারে অন্য ভাবে ঘুরে গেল। যারা একেবারে কলম উঁচিয়ে সঙ্গীণ করে বসে ছিল কিম্বা— সময় কাটানোর জন্যে খাতার পাতায় লক্ষ্মী প্যাঁচার মুখ আঁক্‌ছিল তারাও আস্তে আস্তে প্রশ্নের জবাব দিতে সুরু করলে।

নাঃ—তারপর একেবারে অবাক্ কাণ্ড! গোটা ক্লাশ শুদ্ধু ছেলে এমন মনোযোগী হ'য়ে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল যে, দেখে ভয় হ'ল যে দপ্তরীর আনা এক কামরা ভর্ত্তি যত খাতা—ওরা সব আজ এক দিনেই লিখে শেষ করে ফেলবে।

পরদিনও খোকার কলম চলা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাশের ছেলে চঞ্চল হ'য়ে উঠে যে যার খাতায় ঝুঁকে পড়ল।

গার্ডরা ব্যাপার দেখে এ-ওর মুখ চাওয়া চাউয়ি করে টেবিলের তলায় উঁকি মেরে দেখে—কেউ কেউ দু'একটি ছেলের পকেট-পত্তরও খানাতল্লাস করে ফেল্‌ল। কিন্তু কারো কাছ থেকেই এক টুক্‌রা কাগজ বেরুলো না।

হেড্‌ মাষ্টারের আদেশে গার্ডের সংখ্যা বেড়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের লেখার স্পীডের মাত্রাও কিছুমাত্র কম্‌ল না।

এমনি করে একদিন, দুদিন, তিনদিন যায়—পণ্ডিত মশাই থেকে সুরু করে—সকলকারই চোখ ছানা-বড়া হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্লে, এমন পড়ুয়া ত' এরা কোনোদিনই ছিল না। রাতা-রাতি সবাই এমন বৃহস্পতি হ'য়ে উঠ্‌ল কি করে!

শেষ দিনের দিন—বুড়ো গার্ড শশীবাবু বাড়ী ফেরবার মুখে খোকাকে রাস্তায় ধরে বল্লে, আচ্ছা বাপু, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি—আমি বুড়ো মানুষ সত্যি করে জবাব দাও ত—

খোকা অবাক্ হবার ভান্ করে বল্লে, বলুন—

শশীবাবু খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, আচ্ছা বাবাজী, তোমায় ত' বরাবর দেখে আসছি—এত সরেস ছেলে ত' তুমি কোনোদিন নও। কি করে—সব কি করে পরীক্ষাটা দিলে বলত?

আর শুধু কি তুমি! তোমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্তটা ক্লাশ?

মুচ্‌কি হেসে খোকা বল্লে, কাউকে বলে দেবেন না, আমায় কথা দিন।

শশীবাবু গোঁফের ফাঁকে মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, বুড়ো মানুষের কথা বিশ্বেস কর। কোনো রকমে ধরতে

পারিনি বলেই জিজ্ঞেস কচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো। আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবে না।
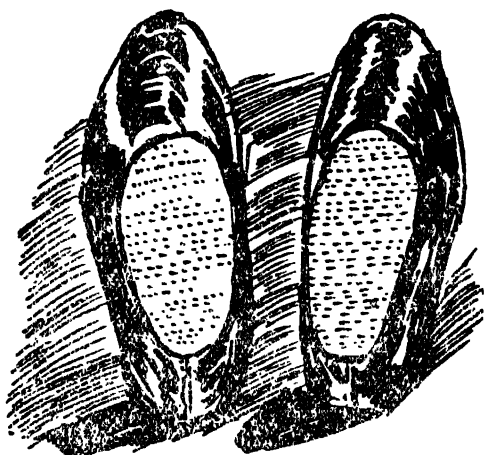
খোকা ফস্ করে দু'পাটী জুতো পা থেকে খুলে ফেল্লে। তার ভেতর ছোট ছোট অক্ষরে লেখা পাট-করা সব কাগজের ফর্দ্দ। বল্লে, এই দেখে লিখেছি আমি, আর আমার দেখে লিখেছে গোটা ক্লাশ।

শুনে বুড়ো শশীবাবুর চশমা জোড়া নাকের ডগার ওপর এসে থম্‌কে দাঁড়ালো। চোখ দুটো উঠে গেল—একেবারে ঊর্দ্ধে।

—পনর—

সেবার শশীবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। নইলে এত কাণ্ডের পরও ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে পরীক্ষায় পাশ করল কি করে!

প্রমোশনের পর নূতন ক্লাশে উঠে ছেলেরা আবার ধরাকে সরা দেখতে সুরু করল।

তা' ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী পূজোর উদ্যোগপর্ব্বও সুরু হ'ল।

মাঘ মাসেই পূজো। প্রমোশনের পর বেশী দিনও আর বাকী থাকে না।

কাজেই ছেলেদের নতুন বই কিনে মলাট দেয়া অবধিই! সেগুলো সব এক কোণে সরিয়ে রেখে—কোমরে কাপড় জড়িয়ে সবাই সরস্বতী পূজোর আনন্দে মেতে ওঠে।

নিতাই বল্লে, এবার আমরা পূজোয় যাত্রার দল আন্‌বো—

খোকা আঁৎকে উঠে বল্লে, সর্ব্বনাশ! আবার যাত্রা! কিন্তু বাপু আমি তার মধ্যে নেই!

পুরাণো কথা মনে হ'তে সবাই একসঙ্গে হো—হো—করে হেসে উঠ্ল।

বিষ্টু বল্লে, আচ্ছা, শ্যামনগরের জমিদারের কাছ থেকে একদিনের জন্য তাঁর হাতীটা চেয়ে নিয়ে এলে হয় না?

অম্বিকা ফোড়ন দিয়ে বল্লে, তোর আবার হাতী চড়ার সখ হ'ল কবে থেকে রে? লোকের ঘোড়া রোগ হয় শুনেছি। কিন্তু হাতীর রোগ এই প্রথম দেখ্লাম।

বিন্টু বল্লে, না-রে পাগল, না—হাতীটা পাওয়া গেলে তার পিঠে আমাদের প্রতিমা চাপিয়ে চমৎকার প্রসেশন বের করা যেতো। পাশের গ্রামের ইস্কুলের ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে দেখ্তো—

খোকা বল্লে, হাতী ঘোড়া এখন থাক্। প্রতিমা আমাদের আশে-পাশের সবার চাইতে বড় আর জম্-কালো হওয়া দরকার। এবার যে করে পাশ করেছি—মা সরস্বতীর কৃপা থাক্লে সব হয়—এই বলে সে দুটি হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে ভক্তের মতো নমস্কার করলে।

বিন্টু উৎসাহিত হয়ে উঠে বল্লে, হ্যাঁ সে ত' করতেই হ'বে, নইলে আমাদের ইস্কুলের নাম থাকবে কি ক'রে! আর ইস্কুলের নাম হ'লেই ত' আমাদের মুখ উজ্জ্বল!

খোকা জবাব দিলে, উজ্জ্বল ত' বটেই! কিন্তু যে জিনিষটা সব চাইতে উজ্জ্বল তার ব্যবস্থা কর, নইলে সব ফাঁকা।

বিষ্টু অম্বিকার মুখের দিকে তাকায় আর অম্বিকা তাকায় খোকার মুখের দিকে। উজ্জ্বল জিনিষটি কি বস্তু?

—খোকা বল্লে, চাঁদা—হে, চাঁদা—এবার সবাইকার কাছ থেকে ডবল চাঁদা আদায় করো, তবে ত' হবে জাঁক্‌জমকে পূজো! চাই কি শ্যামনগরের জমিদারের হাতীটাও একদিনের জন্যে এনে কাজে খাটানো যেতে পারে।

চাঁদা আদায় করা কি সহজ ব্যাপার? সবার মুখেই এক কথা! দেবো'খন আনা চারেক পয়সা।

কিন্তু সবাই যদি আনা চারেক করে পয়সা দেয়—তবে আসর জমবে কি করে?

যাদের ওপর চাঁদা আদায় করবার ভার পড়েছিল খোকা তাদের কাণে কাণে মন্ত্র দিয়ে দিলে। সেই ওষুধে ধন্বন্তরীর মতো অব্যর্থ ফল ফল্‌তে লাগ্‌লো।

পণ্ডিত মশাই ক্লাশ নিতে নিতে ঝিমুচ্ছেন—হঠাৎ চোখ মেলে তাকাতেই দেখ্‌লেন টেবিলের ওপর থেকে নস্যির কৌটা উধাও হ'য়ে গেছে।

নেই—ত' নেই-ই, গোটা ক্লাশেই তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

ছেলেরা বল্লে, আপনি যদি সরস্বতী পূজোতে এক টাকা চাঁদা দেন ত' আমরা আপনার নস্যির কৌটো যে করেই হোক্ খুঁজে বার করে দেবো।
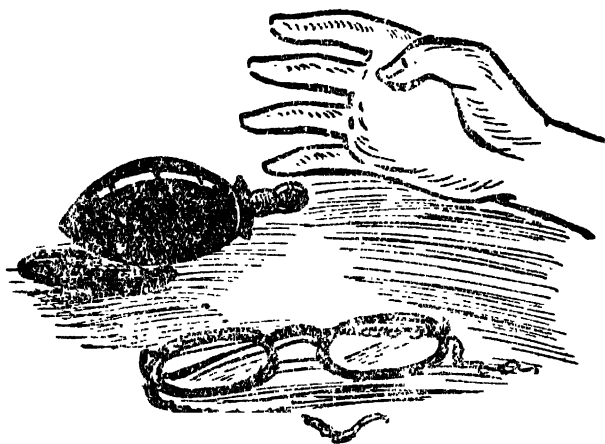
সমস্ত পৃথিবীতে ঐ একটি মাত্র জিনিষ, যার বিরহ পণ্ডিত মশাই একটি মুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারেন না। কাজেই আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটি চক্‌চকে টাকা ছেলেদের হাতে তুলে দিতে হ'ল। পর মুহূর্ত্তেই

দেখা গেল—যেখানকার নস্যির কৌটা সেইখানেই আছে!

কেরানীবাবু অপিস ঘরে বসে হিসেব কস্‌তে কস্‌তে হঠাৎ একটু ঢুল খেয়েছেন, চোখ মেলে তাকিয়েই দেখেন, দোয়াতদানীর পাশে রাখা সুতো বাঁধা বহু প্রাচীন চশমা জোড়া একেবারে নিরুদ্দেশ!

এ পকেট খোঁজেন, ও পকেট দেখেন—নাঃ, কোথাও নেই।

ছেলেরা এসে ধরলে চাঁদা দিতে হ'বে। তখন আর এতটুকু বুঝতে বাকি রইল না! আপিসের কাজের তাড়া, তাড়াতাড়ি চশমাটি চাই। ছেলেদের চটাতে পারেন না। তাই নগদ একটি টাকা দিয়েই তাদের বিদেয় করতে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে চশমাও নাকের ডগার ওপরে এসে পৌঁছুলো।

এমনি কেরামতি করে চাঁদা নেহাৎ মন্দ উঠ্‌ল না।

প্রতিমার ফরমাস হ'ল, ইস্কুল ঘরের আমূল সংস্কার হ'ল, বড় বড় তোরণ উঠ্‌ল—ইস্কুলে ঢোকবার সাম্নে-কার রাস্তায়—একেবারে হৈ-হৈ—রৈ-রৈ ব্যাপার! শেষকালে পূজোর দিনও এগিয়ে এলো। পূজোর আগের দিন সন্ধ্যে বেলা—খোকা তার জন্য কয়েক

অন্তরঙ্গ বন্ধুকে গোপনে ডেকে বল্লে, দেখ, শ্যামনগরে লোক পাঠিয়েছিলাম—হাতীর জন্যে।

সবাই কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করলে, কি—কি হাতী পাঠিয়েছে ত?

বিষ্টু বল্লে, কিন্তু হাতী রাখবি কাদের বাড়ী?

খোকা ধমক দিয়ে উঠে বল্লে, না, হাতী পাঠায় নি।

সবার মুখ থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো পাঠায় নি।

খোকা বল্লে, কিন্তু ওদের জব্দ করতে হ'বে আমাদের—সবাই মাথা নেড়ে বল্লে, নিশ্চয়—নিশ্চয়! অম্বিকা বল্লে, ও! হাতীকে চুপি চুপি ধুত্‌রোর বীচি খাইয়ে আস্‌বি বুঝি।

খোকা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, না-রে না—! শ্যামনগরের জমিদারের প্রকাণ্ড ফুলের বাগান আছে জানিস্ ত?

সবার কাছ থেকে জবাব এলো—হাঁ—হ্যাঁ!

খোকা বল্‌লে, আজই আমরা রওনা হ'ব। কাল্‌কের পূজোর জন্যে সব ফুল চুরি করে আনা চাই!

এ সব বিষয়ে খোকার সঙ্গী সাথীদের অদম্য উৎসাহ! ধরে আনতে বল্লে বেঁধে আনে!

বল্লে, এত' খুব ভালো কথা—তা' হলে চল কোমরে কাপড় জড়িয়ে রওনা হ'য়ে পড়ি—

খোকা হেসে ফেলে বল্‌লে, দূর বোকা, খেয়ে দেয়ে একটু বেশী রাত্তিরে রওনা হ'ব।

বাড়ীতে জান্‌বে আমরা রোজকার মতো খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছি। তারপর চুপি-চুপি সট্‌কান দিলেই হ'বে।

শীতের ঠাণ্ডা রাত্তির। পাঁচটী প্রাণী র‍্যাপার মুড়ে আস্তে আস্তে শ্যামনগরের দিকে রওনা হ'ল।

কুয়াসায় রাস্তা ভালো দেখা যায় না—কিন্তু তাদের উৎসাহের অভাব নেই। শ্যামনগরে গিয়ে যখন সবাই পৌঁছল—তখন শেষ রাত্তির!

খোকা বল্‌লে, আর দেরী নয়, এর পর মালীরা জেগে উঠ্‌লে মুস্কিল। ঝুপ্ ঝুপ্ করে পাঁচটা প্রাণী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাগানের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এক সাজি বড় বড় গোলাপ সবে তোলা হ'য়েছে হঠাৎ ভীষণ একটা ডাক শুনে সবাই সশঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

অম্বিকা থর-থর করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লে—বাঘ—

কিন্তু বাঘ যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর মূহূর্ত্তেই—যখন জমিদারদের লম্বা বিকটাকার কুকুরটা লাফিয়ে তেড়ে এলো।

ছোট্ ছোট্ ছোট্! কোথায় পড়ে রইল গোলাপ, আর কোথায় রইল গায়ের র‍্যাপার!
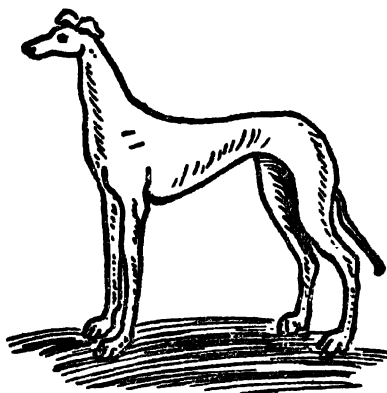
খোকা অন্ধকারের ভেতর যেমন হোঁচট্ খেয়েছে—কুকুরটা র‍্যা—র‍্যা শব্দ করতে করতে হাঁ করে এগিয়ে এলো। আর একটু হলেই কামড় বসিয়ে দিয়েছিল আর কি!

কিন্তু সাবাস খোকার বুদ্ধি! হাতে ছিল ফুলের সাজি, তাড়াতাড়ি তারই হাতলটা কুকুরের মুখের ভেতর পুরে দিয়ে পুকুর সাঁতরে এপারে এসে হাজির।

কিন্তু আমরা জানি গাঁয়ে ফিরে তারা সব কথা বেমালুম হজম করে গেল।

———

—ষোল—

সরস্বতী পূজো জাক্ জমকে শেষ হ'ল। কিন্তু খোকার দলপতিত্বে তার সঙ্গী সাথীর দল তারই ভেতর দু'হাঁড়ী ভর্ত্তী রসগোল্লা আর পানতোয়া কোন ফাঁকে বন্ধু রাজেনের বাসায় চালান করে দিল।

সুবিধে ছিল যে, রাজেনের বাসায় বড়রা তখন কেউ ছিল না। বাড়ীর কর্ত্তা রাজেন নিজেই—আর তার সুখ সুবিধের জন্যে বুড়ো ঠাকুর আর পশ্চিমে চাকর।

সমস্ত গোলমাল সন্ধ্যের মধ্যেই মিটে গেল।

এইবার খোকাদের নৈশ-সন্মিলনী বস্‌বে রাজেনদের বৈঠকখানা ঘরে।

অঞ্জলি দেয়ার সময় যখন সবাই মন্ত্র পড়ায় ব্যস্ত ছিল—সেই ফাঁকে এরা কানাকানি করে নিজেদের প্ল্যান সব ঠিক করে রেখেছিল।

এতক্ষণ অন্ধকারের জন্যে যা অপেক্ষা! রাজেনের দাদার একটা প্রকাণ্ড গোল টেবিল বৈঠকখানা ঘরের মাঝখানে পাতা ছিল। ছেলেরা সবাই লুটো-পুটী করে তারই ওপর হাঁড়ী দুটো তুলে নিলে। এখন টপাটপ্ তুলে নিয়ে মুখে দিতে যা' দেরী!

রাজেন বল্লে, দাঁড়া সবাই, বাগান থেকে কলার পাতা কেটে নিয়ে আসি, বৈকুণ্ঠ তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে, না--না, কলার পাতায় কি হ'বে? অন্ধকার রাত্তিরে আবার এখন তোকে বাগানে ঢুক্‌তে হ'বে না, টুক্ করে হাঁড়ী থেকে তুল্‌বি আর মুখে পুরবি, একেবারে

কাকের মতো চোখ বুঁজে—কেউ দেখ্‌তে পাবে না। খোকার দুই চোখ দু'হাঁড়ীর দিকে—জিব দিয়ে টক্' করে লাল পড়ে আর কি—

সবে একটা মুখে পুরে "বৌনি" করেছে—হঠাৎ

জান্‌লার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে নিতাই চাপা গলায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে উঠ্‌ল—সর্ব্বনাশ !

বৈকুণ্ঠ মুচ্‌কি হেসে বল্লে, কিরে গলায় ঠেক্‌ল নাকি ?

নিতাই আবার জান্‌লার ফাঁক দিয়ে দেখে বল্লে, না-রে না—হেড্‌ মাষ্টার আস্‌ছে !

ততক্ষণে খোকার মুখের পানতোয়া ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকেছে ! খক্‌ খক্‌ করে কাশ্‌তে কাশ্‌তে বল্লে, যা ভেবেছি তাই ! ব্যাটা গোবর্দ্ধনকে আমরা দলে টানিনে বলে—ঐ ছোঁড়া সব বলে দিয়েছে !

রাজেন বল্লে, এখন উপায় ! খোকা লাফিয়ে উঠে বল্লে, রাজেন শিগ্‌গীর শুয়ে পড়—টেবিলটার ওপর !

অবাক্‌ হ'য়ে রাজেন বল্লে ; টেবিলটার ওপর শুয়ে পড়ব ? কিন্তু কেন ?

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে এক রকম জোর করেই খোকা তাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে দিলে। তারপর সবার দিকে চোখ ঘুরিয়ে গলাটাকে খাটো করে বল্লে, এই তোরা সব এক সঙ্গে মরা কান্না সুরু করে দে—এক সঙ্গে, হেড্‌ মাষ্টার মশাইকে ঘাব্‌ড়ে দেয়া চাই। শেষটায় যা করতে হয় আমি করবো।

আজ্ঞাকারী চ্যালা চামুণ্ডার দলকে আর বিশেষ কিছু বল্‌তে হ'ল না। থিয়েটার পার্টির মতো তারা এক সঙ্গে 'কি হ'ল রে'—বলে বুক-ফাঁটা চীৎকার সুরু করে দিলে।

হেড্‌মাষ্টার মশাই চুপি চুপি এসেছিলেন রসগোল্লা চোর ধরতে। কিন্তু দোর গোড়ার সাম্‌নে এসে মরা-কান্না শুনে তিনি একেবারে থম্‌কে দাঁড়ালেন।

শেষটায় আরো অবাক্ হ'য়ে গেলেন—যখন খোকা একবারে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তার পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল।

বল্লে, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে মাষ্টার মশাই। রাজেন একা বাড়ীতে ছিল। ওর দাদা বলে গিয়েছিলেন আমাদের এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করতে।

পূজো শেষ হ'তে আমরা দল বেঁধে এলাম ওকে বাসায় পৌঁছে দিতে। কিন্তু এদিকে ব্যাপার দাঁড়ালো অন্যরকম। বাসায় এসেই রাজেনের একবার দাস্ত আর একবার বমি···তার পরই সব একেবারে ঠাণ্ডা!

সর্ব্বনাশ কলেরা—! বলেই হেড্ মাষ্টার মশাই দু'পা পেছিয়ে গেলেন।

খোকা আর একটু দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্লে, সেজন্যে আপনি কিছু ভাব্‌বেন না মাষ্টার মশাই—

আমরাই সব বন্দোবস্ত করে ওকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি এখন।

হেড্ মাষ্টার মশাই দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর কপালটা কুঁচকে বল্লেন, কিন্তু এই রাত্তিরে শ্মশানে অতটা রাস্তায় তোমাদের ত' আমি ছেড়ে দিতে সাহস পাচ্ছিনে—! আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো—

খোকা মনে মনে ভাবলে এইবারই সত্যিকারের সর্ব্বনাশ! পেছন ফিরে দেখলে—ছেলেরা আর ওদিকে—চাদরের তলায় রাজেন হাত বাড়িয়ে টুক্‌টুক্ করে পান্‌তোয়া রসগোল্লা নিয়ে অবিশ্রান্ত গালে পুরে যাচ্ছে!

এ-ত' চোখের ওপর দেখে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না! পেছন দিকে হটে গিয়ে দিলে—রাজেনের হাতে কোসে এক রাম-চিম্‌টি।

আচম্‌কা চিম্‌টি খেয়ে রাজেন 'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল!

হেড্ মাষ্টার মশাই আঁৎকে উঠে বল্লেন, ওকি?

খোকা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে, ঐ নিতাইটা। ভয়ানক ভয় পেয়েছে কিনা—!

হেড্ মাষ্টার মশাই মাথা নেড়ে বল্লেন তাহ'লে ত' কিছুতেই তোমাদের এই রাত্তিরে একা একা শ্মশানে

পাঠাতে পারিনে! আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে। তোমরা খাটিয়ার ব্যবস্থা কর—

বাইরের বারান্দায় রাজেনদের দরোয়ান বেহারী সিংয়ের একটি খাটিয়া ছিল। আর বেহারী সিং চলে গিয়েছিল রাজেনের ভাইয়ের সঙ্গে। কাজেই আপত্তি করবার কেউ ছিল না।

খোকার ইসারা পেয়ে ছেলের দল ধরাধরি করে রাজেনকে তারি ওপর চাপিয়ে মোটা রসি দিয়ে বেশ ভালো করে বেঁধে ফেল্লে।

রাজেন এতক্ষণ ঘাপ্‌টি মেরে চুপ করে ছিল, এইবার ওঠবার চেষ্টা করে বল্লে, ওরে তোরা আমায় শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে মারবি নাকি?

খোকা চুপি চুপি ধমক দিয়ে বল্লে, বাঁচ্‌তে চাস্‌ত' চুপ্‌ করে শুয়ে থাক্‌। নইলে হাঁড়ি শুদ্ধু এক্ষুনি হেড্‌ মাষ্টার মশায়ের কাছে ধরিয়ে দেবো। এর পর রাজেনের মুখ দিয়ে আর কোন শব্দ বেরুলো না।

হেড্‌ মাষ্টার মশাইকে সাম্‌নে রেখে—খাটিয়া কাঁধে তুলে নিয়ে ছেলের দল "বল হরি—হরি বল" শব্দ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

দল যখন গিয়ে মাষ্টার মশাইর বাড়ীর সাম্‌নে

পৌঁছল, তিনি থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্লেন, তোমরা এগিয়ে যাও—আমি বাড়ীর ভেতর থেকে গামছাটা নিয়ে আস্‌ছি।

হেড্‌ মাষ্টার চলে যেতেই খোকা রাজেনকে খাট থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লে, পেছনকার রাস্তা দিয়ে ছোট্‌ সবাই—

এইবার ফিরে গিয়ে হাঁড়ী দুটো শেষ করতে হ'বে।

বৈকুণ্ঠ বল্লে, কিন্তু হেড্‌ মাষ্টার মশাই ?

খোকা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্লে, আরে বল্লেই হ'বে—আমরা গোঁসাইর ঘাটে যাইনি, হাটখোলার শ্মশানে গিয়েছিলাম।

নিতাই তখনো নাছোড়বান্দা! শুধোলে, কিন্তু রাজেন ? জল-জ্যান্ত ওটাকে মেরে ফেলা যাবে কি করে ?

খোকা মরিয়া হ'য়ে জবাব দিলে আরে সে বুদ্ধি পরে বাৎলানো যাবে—ওদিকে হাঁড়ী দুটো বোধ করি রাজেনের পশ্চিমা চাকরটাই শেষ করে ফেল্লে!

———

—সতেরো—

বর্ষাকাল।

টুইটুম্বুর জলে গোটা গ্রামটা একেবারে ভর্তি। ছেলেরা মনের সুখে বিকেল বেলা বৈঠে চালিয়ে নৌকা বায়—স্রোতের মুখে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাটিয়ালী সুরে গান গায়।

আবার কখনো বা নৌকো দূর নদীতে গিয়ে পাড়ি জমায়—ফিরতি মুখে কোনো চড়ায় নৌকো লাগিয়ে সবাই মিলে দল বেঁধে চড়ুই ভাতি করে আমোদ জমায়।

হেড্ মাষ্টার মশাই একদিন ইস্কুলের ছেলেদের ডেকে বল্লেন, তোমরা নৌকা করে নদীতে যাও—কিন্তু সাঁতার জান তো?

সবাই এক সঙ্গে হাত তুলে বল্লে, হ্যাঁ, স্যার—সবাই—

হেড্ মাষ্টার মশাই খুসী হ'য়ে বল্লেন, বেশ, বেশ, তা হ'লে একদিন—সেনের পুকুরে সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যাক্। যে প্রথম হ'বে—তাকে আমি সোনার মেডেল দেবো।

ছেলের দল উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। কেন না—প্রত্যেকেই এক একটি জলের পোকা। এরা জলে নাম্‌লে শুধু ব্যাঙাচীর মতো সাঁতরায়—তখন মনে হয় যে বুঝি এরা জলেরই জীব, ডাঙ্গায় এরা হাঁট্‌তে জানে না।

সাঁতারের বিষয় হ'ল—সেনেদের পুকুরের বাঁধানো ঘাট্‌লা থেকে ওই পারে এক ডুবে চলে যেতে হ'বে—সেখানকার শাপ্‌লা বন থেকে—একটা শাপ্‌লা তুলে আবার আর এক ঘাট্‌লায় এসে যে সেটা সকলের আগে হেড্‌ মাষ্টার মশায়ের হাতে তুলে দিতে পারবে—সোনার মেডেল হ'বে তারই প্রাপ্য।

ছেলেরা নাওয়া খাওয়া ভুলে সাত দিন আগে থেকেই ডুব-সাঁতারের কসরৎ স্বরু করলে।

কেউ বল্লে, আমি এক ডুবে পুকুরের মাঝখান থেকে মাটী তুল্‌তে পারি—

কেউ বল্লে, আমি পুরো এক ঘণ্টা ডুব দিয়ে জলের তলায় থাক্‌তে পারি।

কেউ বল্লে, আমি এক ডুবে সেনেদের পুকুরের মতো দুটো পুকুর সাঁতরে পার হ'তে পারি—

যাই হোক্‌—সাতটা দিন বৈত নয়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল।

প্রতিযোগিতার দিন হেড্ মাষ্টার মশাই ইস্কুলের ছুটি দিয়ে দিলেন।

গ্রামের ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই এসে সেনেদের পুকুরের ঘাট্লায় হাজির হ'ল। যারা সাঁতার কাট্বে—তাদের সব সার-বন্দী করে দাঁড় করানো হ'ল।

গ্রামের ব্যাপার—ছেলেরা সব মাল কোঁচা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—ঠিক এমন সময় দেখা গেল স্যুইমিং কষ্টিউম্ পরে খোকা লাফাতে লাফাতে এসে হাজির।

ছেলেদের সবার মুখ একেবারে হাঁ হ'য়ে গেল।

খোকাকে ত' কেউ কোনোদিন সাঁতারের কসরৎ করতে দেখেনি। তাই তাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রইল না।

ভূতো বল্লে, কিরে খোকা? তুইও সাঁতারে নামবি নাকি?

—নাম্বো বৈকি! বলেই খোকা গামছাটা কোমরে জড়িয়ে জলে এসে নাম্লো।

হেড্ মাষ্টার মশাই চেঁচিয়ে উঠে বল্লেন, এইবার যে যার কাপড় চোপড় ঠিক করে নাও,—মাঝ পুকুরে গিয়ে পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে না যায়। দশ মিনিট সময় দেয়া গেল, শিগ্গীর।

খোকা সেই ফাঁকে তার একটি বাহনকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে এসে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, দেখ শিগ্‌গীর গিয়ে পুকুরের ওপার থেকে লুকিয়ে একটা শাপ্‌লা নিয়ে আয়তো !

ছেলেটি অবাক্ হ'য়ে বল্লে, শাপ্‌লা ? শাপ্‌লায় কি করবি ?

খোকা মুখে চাবি লাগিয়ে বল্লে, চুপ ! কথা নয়। কিন্তু একটি শাপ্‌লা আমায় লুকিয়ে এনে দে। ছেলেটী আর দ্বিরুক্তি না করে তার কথা মত চলে গেল।

তারপর হৈ-হৈ চীৎকার—বংশী-ধ্বনি—মেয়েদের উল্লাসের ভেতর দিয়ে ছেলেরা রওনা হ'ল।

রওনা হ'ল মানে ডুব্‌ল। কারণ ডুব সাঁতারে—গিয়ে আবার ডুব সাঁতারেই ফিরে আস্‌তে হ'বে।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড।

সকলের আগে ফিরে এল খোকা। সেই সঙ্গে ছেলেদের সমবেত চীৎকারে ঘাট্‌লায় কান পাতে কার সাধ্যি !

হাঁপাতে হাঁপাতে খোকা হাত বাড়িয়ে হেড্ মাষ্টারের হাতে শাপ্‌লা ফুলটি তুলে দিলে।

—আঠারো—

ভূতো ছুট্তে ছুট্তে এসে বল্লে—যাক্ এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

খোকা বল্লে, কেন, কিসে তোর ঘুম হচ্ছিল না শুনি?

ভূতো হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে, দাঁড়া আগে ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে দে। এই বলে খপ্ করে খাটের ওপর বসে একটা লম্বা অ্যাট্লাস দিয়ে হাওয়া খেতে লাগ্লো।

তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘামটা মুছে ফেলে বল্লে, এদ্দিন ত' তোদের পরামর্শে রাজেনকে আমাদের ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। রেখেছিলাম বটে—কিন্তু সব সময় বুকটা দুরু দুরু করত' কখন ধরা পড়ে যাই। এইবার একেবারে নিশ্চিন্দি!

গোবিন্দ বল্লে, কিন্তু নিশ্চিন্দিটা কিসে হ'ল শুনি?

ভূতো বল্লে, আরে সেই কথাই ত' তোদের বল্তে ছুটে এলাম। তারপর আবার অ্যাট্লাস্ খানা তুলে নিলে।

খোকা বল্লে, ভণিতা রেখে আসল কথাটা খুলে বল দেখি—

ভূতো আর একবার হাঁফ্ ছেড়ে বল্লে, আজ হঠাৎ ওর মামার চিঠি পেয়ে রাজেন মজঃফরপুর চলে গেল। এখানে আর ওদের থাকা হ'বে না। ও এখন থেকে মজঃফরপুরেই পড়বে।

খবরটা মুখরোচক। বিশেষতঃ হেড্‌মাষ্টারের কাছে ধরা পড়বার আর কোনো ভয়ই রইল না।

সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠ্‌ল—হুর্‌রে—!!!

খোকা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বল্লে, আর এক মজা করা যাক্।

গঙ্গা বল্লে, মজাটা কি শুনি?

খোকার মাথায় তখন চমৎকার একটা বুদ্ধি গজিয়েছে—তাই চোখ দুটো হ'য়ে উঠেছে উজ্জ্বল।

বল্লে, ভূতো! হ্যাঁ—তোকেই গিয়ে খবর দিতে হ'বে—

ভূতো অবাক্ হ'য়ে বল্লে, কাকে? খোকা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্লে, কাকে আবার! ঐ হেড্‌মাষ্টার মশাইকে—

ভূতো ভয় পেয়ে বল্লে, কি সর্ব্বনাশ! আমি গিয়ে

বল্‌ব—রাজেন আমাদের ওখানেই লুকিয়ে ছিল—মরে নি ?

খোকা তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বল্লে, নারে—পাগ্‌লা, না। তুই গিয়ে বল্‌বি কাল রাত্তিরে রাজেনদের খালি বাড়ীটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম—দেখি রাজেনের প্রেতাত্মা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছে।

ভূতো লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, না বাবা—আমি আর ওর ভেতর নেই। একটা বিপদ কাটিয়ে উঠে সবে হাঁফ্ ছেড়ে বেঁচেছি আবার !—এই নাকে কানে খত —এই কান মলা।

খোকা তাকে ধমক্ দিয়ে উঠে বল্‌লে, দূর বোকা ! তুই ত' খবর দিয়েই খালাস। ভূত সাজ্‌বো আমি—তোরা শুধু মজা দেখ্‌বি বৈ ত' নয়। সেদিন হেড্ মাস্টার মশাই আমাদের সঙ্গে শ্মশানে যেতে চেয়ে খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল—এইবার বাছাধনকে একটু ভূত দেখিয়ে দিতে হ'বে—

ভূতো ভয় পেলো বটে, কিন্তু দলের সবাই উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

তারা ভূতোকে ঠ্যালা দিয়ে তুলে বল্লে, যা না

ভূতো—তুই ত' খবর দিয়েই খালাস। বেশ মজা হবে'খন। যেমন সেদিন আমাদের রাত্তিরে অন্ধকারের ভেতর ছুটিয়েছিল তার উচিত সাজা এইবার পাবে।

ভূতো কি আর করে দলকে ত' আর চটাতে পারে না শেষকালে নতুন কি ফ্যাসাদে ফেল্‌বে! তার চাইতে মানে মানে খবরটা দিয়ে দেয়াই ভালো!

মুখখানা ছোট করে ভূতো উঠে গেল।

খোকা যা চেয়েছিল তাই।

হেড্ মাষ্টার মশাই ভূতোকে বলেছেন—তাকে নিয়ে আজ রাত্তিরে রাজেনদের খালি বাড়ীতে প্রেতাত্মা দেখ্‌তে যাবেন।

ভূতো প্রায় কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বল্লে. এখন আমি কি করি বলত? কোন্ স্যাওড়া গাছ দেখিয়ে বল্‌ব—এইটেই রাজেনের প্রেতাত্মা?

খোকা তার পিঠ্‌টা ভালো করে চাপ্‌ড়ে বল্লে, কোনো ভয় নেইরে ভূতো—কাল রাত্তিরে দেখিস্ নি বটে, কিন্তু আজ তোদের রাজেনের প্রেতাত্মা দর্শন ঘট্‌বে।

রামে মারলেও মারবে—রাবণে মার্‌লেও তাই।

একটু বেশী রাত হ'তেই ভূতো দুর্গা বলে হেড্ মাষ্টার মশাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাজেনদের বাড়ীর কাছে পৌঁছতেই ভূতোর বুকটা ভয়ে দুর দুর করতে লাগ্‌লো। ভূতের ভয়ে নয়—ভূত যদি দেখা না দেয় তারি দুশ্চিন্তায়।

কিন্তু অবাক্ কাণ্ড।

উঠানের আমগাছের ফাঁক দিয়ে চমৎকার জ্যোৎস্না পড়েছে। সে আলো-আঁধারির মাঝখানে ইহা উঁচু একটা দেহ হেঁটে বেড়াচ্ছে। কোনো মানুষ এত লম্বা হ'তে পারে না। দেহটা পা থেকে মাথা অবধি সাদা ধব্‌ধবে কাপড়ে ঢাকা।

তারা দু'জনে আর একটু এগোতেই সেই লম্বা—বিরাট প্রেতাত্মাটি তাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে।

হেড্ মাষ্টারের চোখ তখনো সেদিকে পড়েনি। কিন্তু ভূতোর ততক্ষণে কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

সে হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ শব্দ করে শুধু আঙ্গুল দিয়ে সেই দিকটা দেখিয়ে দিলে!

সেই প্রেতাত্মার দিকে নজর পড়তেই এক ভীষণ চীৎকার করে হেড্ মাষ্টার মশাই ভূতোকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দে লম্বা ছুট্।

ভূতো প্রাণের ভয়ে তখন মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেতাত্মাটি খিল্ খিল্ করে বিকট হাসি হাস্‌তে লাগ্‌লো।
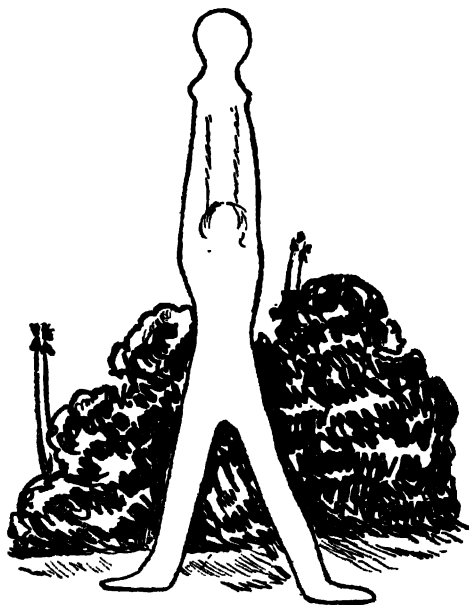
তারপর আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার! এক মূহর্ত্তের ভেতর দেহের ওপর থেকে সাদা কাপড়টা খসে পড়ে গেল।

দেখা গেল, খোকা মাথার ওপর দুটো হাত উঁচু করে একটা কলসী উপুড় করে ধরে রেখেছে। তার ওপর কাপড়ের ঢাক্‌নি পড়ায়—কলসীর পেটটাকে দেখাচ্ছিল ভূতের মাথা—আর সমস্তটা নিয়ে প্রেতাত্মার দেহটাকে মনে হচ্ছিল বিরাট লম্বা।

এইবার মানুষ ভূতটা খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে বল্লে, কিরে ভয় পেলি নাকি?

ভূতো প্রথমটা কথা কইলে না, তারপর একটা ঢোঁক গিলে বল্লে, মাটীতে পড়ে গিয়ে আমার নতুন জামাটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে—এর দাম দিতে হ'বে কিন্তু—হ্যাঁ তা' বলে দিচ্ছি—

—উনিশ—

ভূতোর বোনের বিয়ে।

দিন স্থির।

গ্রামে একেবারে হৈ চৈ।

বহুদিন বাদে আমোদ প্রমোদ করবার সুযোগ পাওয়া গেছে। ভূতোর সহপাঠী বন্ধুদের উৎসাহ সব চাইতে বেশী।

তারা সবাই এখন থেকেই দল পাকিয়ে জটলা কচ্ছে বিয়েতে কোন দলকে বায়না করা যায়—

কিন্তু যাত্রার নামে খোকা তেমন বেশী কিছু উৎসাহ দেখায় না। ভারিক্কি চালে বল্‌লে, ওসব ছেলে ছোক্‌রার কাজ।

আমাদের ত' শুধু আমোদে মেতে থাক্‌লেই চল্‌বে না, লোক জনের খাওয়া দাওয়া যাতে ভালো হয়—সেদিকে নজর দিতে হবে—ভূতোর বোনের বিয়েও যা—আমাদের নিজের ছোট বোনের বিয়েও তাই। শুধু পাশ কাটিয়ে যাত্রা দেখে রাত জাগ্‌লে চল্‌বে কেন!—কাজ করতে হবে সবাইকে—বুঝ্‌লে কাজ। খোকার মুখে এই ধরণের কথা শুনে সবাই অবাক্ হ'য়ে এ-ওর

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো—তার এ সুমতি হ'ল কবে থেকে ?

পর দিন খোকাই অগ্রণী হ'য়ে ভূতোর বাপের কাছে গিয়ে বল্‌লে, ভূতোর বোনের বিয়ে ত' আমাদের নিজের বোনের বিয়ের মতো, আমরা ভূতোর বন্ধুর দল প্রাণ দিয়ে এ বিয়েতে খাট্‌বো।

ভূতোর বুড়ো বাপ ব্যস্ত-বাগীশ লোক, টাকাওয়ালা মানুষ—কিন্তু কি দিয়ে কি করবেন কিছুই স্থির করতে না পেরে ভয়ানক উতলা হ'য়ে উঠেছিলেন।

খোকার কথা শুনে তিনি ভারী খুসী হ'লেন—হাতের মুঠোর ভেতর চাঁদ পাওয়ার মতো।

বল্‌লেন, বোসো বাবা—বোসো। তোমার কথা শুনে ভারী খুসী হ'লুম। এ ত' বাবা ছেলে ছোক্‌রারই কাজ। খাট্‌বে বৈ কি বাবা। তোমাদের হাতেই সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌বো।

তারপর সেই বুড়োর সাম্‌নে বসেই যে যার কাজ ভাগ করে নিলে।

খোকা নিলে—মিষ্টির ভাণ্ডার রক্ষা করবার ভার।

দু' একটি ছেলে চোখ টেপা-টেপী করে বল্‌লে,

এতক্ষণে খোকার এত কাজ করবার আগ্রহের কারণ বোঝা গেল।

এ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দলপতি হ'ল খোকা নিজে।

নিতাইয়ের ওপর ভার পড়েছিল মেছুণীরা যেখানে মাছ কুট্‌বে সেইখানে বসে চোখ রাখা, যাতে কেউ মাছের টুক্‌রো আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিতে না পারে।

আর বাঞ্ছার কাজ ছিল তারা যখন মাছ ধুতে ঘাটে যাবে—ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে। পাছে ওখানে মেছুণীরা কোনো মাছ সরিয়ে ফেলে।

নিতাই আপন মনে বসে মাছ কোটা দেখ্‌ছিল—বাঞ্ছা হন্তদন্ত হ'য়ে বসে বল্‌লে, পারিনে আর বাপু ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে!

নিতাই বল্‌লে,—তোর আবার কি হ'ল? বাঞ্ছা চটে উঠে বল্‌লে, কি হ'ল? তারপর পায়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গলাটা আরো চড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, মাগীরা জলে নেমে ঘাট্‌লার ফাঁকে ফাঁকে মাছের টুক্‌রো লুকিয়ে আসে। আগে থেকে লোক ঠিক থাকে —আমরা চলে আস্‌তেই তারা জলে নেমে সেই মাছ তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়।

—তাই এবার ঘাট্‌লার ওপর দাঁড়িয়ে না থেকে নিজেই নেমেছিলাম জলে, কিন্তু এক ব্যাটা কাঁ্যাক্‌ড়া এমন করে আঙ্গুলটা কাম্‌ড়ে ধরলে যে, ছাড়ায় কার সাধ্য। দেখ্‌ত' কেমন রক্ত পড়ছে!

নিতাই বল্‌লে, তাই ত' রে। তা এক কাজ কর। খানিকটা গাঁদার পাতা হাতে ঘষে ঐখানটায় লাগিয়ে দে—এক্ষুণি রক্ত পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে।

বাঞ্ছা বল্‌লে, তা' না হয় দিলুম, কিন্তু খোকা মেঠায়ের ভাণ্ডারে বসে বসে কি কচ্ছে, সে একবার আমায় দেখ্‌তেই হ'বে।

তক্ষুণি সুযোগও জুটে গেল। ভূতোর ছোট ভাই এসে বল্‌লে, বাঞ্ছাদা বাড়ীর ভেতর ঠাকুর মশাই স্নান করে উঠে জল খাবেন—মা বল্‌লেন কিছু কাঁচাগোল্লা আর মিহিদানা আন্‌তে—

ওদিকে ত' ভয়ানক ভীড়। কাঙ্গালী বিদায় হ'চ্ছে —তুমি একটা মাল্‌সায় করে খোকাদার কাছ থেকে এনে দাও না—

বাঞ্ছা বল্‌লে, আচ্ছা, তুই এখানে দাঁড়া, আমি নিয়ে আস্‌ছি—

ভীড় ঠেলে—ভাণ্ডারে পৌঁছতেই খোকা বাঞ্ছাকে

দেখে উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ভীড়ের দিকে উদ্দেশ্য করে বল্‌লে, এইবার তোমরা এখন যাও—ঠাকুর মশায়দের জল খাবার পাঠাতে হ'বে।

আস্তে আস্তে ভীড় কমে যেতে ঘর খালি হ'য়ে গেল।

তাড়াতাড়ি এক মাল্‌সা খাবার সাজিয়ে বাঙ্গার হাতে তুলে দিয়ে খোকা বল্‌লে, যা শিগ্‌গীর—ঠাকুর মশাই হয়ত বসে আছেন—

বাঙ্গা চোখ টিপে বল্‌লে, আরে থাকুন বসে এদিকে ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী জ্বল্‌ছে—দে ত' গোটা দুয়েক কাঁচা গোল্লা আমার মুখে পুরে—

খোকা জিব্‌ কেটে বল্‌লে, বলিস কি রে বাঙ্গা—সমস্ত মেঠায়ের ভার আমার ওপর। ভূতোর বাপের Slip ছাড়া একটি রসগোল্লাও আমি কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না—

বলে একরকম জোর করেই বাঙ্গাকে ঠেলে বাইরে বের করে দিলে।

খোকা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা কর্‌চ্ছিল।

এতক্ষণ কাঙালী বিদায়ের গাধার খাটুনি খেটে—ক্ষিদেও বেশ জমে এসেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই।

বুঝ্‌লে সুযোগ দু'বার আসে না—টপ্‌ করে এক থাবা মিহিদানা তুলে নিয়ে যেই মুখে পুরতে যাবে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভূতোর বাবা এসে ভাণ্ডারে ঢুক্‌লেন।

খোকা তাড়াতাড়ি মুখটাকে কুইনিন খাওয়ার মতো চেহারা করে বলে উঠ্‌লে—একেবারে এর দাম দেবেন

না আপনি। মিহিদানা করে রেখেছে একেবারে তেতো বিষ। ভালো মানুষ পেয়ে আপনাকে ঠকাবার মতলব! একটি পয়সা দেবেন না। বলেই হাতের মিহিদানা গুলো জান্‌লা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে।

খোকার কাণ্ড দেখে ভূতোর বাবা অবাক্ হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌লেন।

—বিশ—

একদিন চৌধুরী বাবু খোকাকে ডেকে বল্‌লেন, দেখ, তোমার বিরুদ্ধে নালিশ শুন্‌তে শুন্‌তে আমি একেবারে হয়রাণ হয়ে পড়লাম। গাঁয়ে আর তোমার থাকা চল্‌বে না।

কল্‌কাতায় যাও সেখানে গিয়ে—মাসীর বাসায় থেকে পড়াশুনা কর।

কর্ত্তার এই আদেশ যখন অন্দর মহলে গিয়ে পৌছল—তখন স্থুরু হ'ল প্রলয়।

গিন্নী শয্যা নিলেন, বল্‌লেন, ও যদি আমার চোখের আড়ালে যায়—তবে আমি আত্মঘাতী হ'ব।

পিসীমা শুনে বল্‌লেন, ওমা! এমন অলুক্ষুণে কথা ত' বাপের জন্মে কখনো শুনি-নি গো!

—দশটা নয়—পাঁচটা নয়—একমাত্র বংশের প্রদীপ —কুল-তিলক—তাকে সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার পাঠিয়ে ঘরে মন তিষ্ঠিবে কি করে! হেই মা কালী তোমায় জোড়া মোষ মানত কচ্ছি, আমার ভাইয়ের মতি-গতি ভালো করে দাও!

ক্ষ্যান্ত ঝি জ্বলন্ত উনুনে এক বাল্‌তি জল ঢেলে দিয়ে বল্‌লে, মরণ আর কি! দুধের বাছা যাবে—বাড়ী ছেড়ে, আমাদের আবার পেটের জ্বালায় রান্না বান্না উঠ্‌ছে। মরণও হয়না আমাদের! এই বলে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে সুরু করলে।

খোকার দিদি বল্‌লে, আমি তোমায় বলে রাখ্‌ছি ঠাক্‌মা—খোকাকে যদি কল্‌কাতা পাঠিয়ে দেয়া হয়—আমিও আর কিছুতেই এখানে থাক্‌বো না। যদি জোর করে ধরে রাখো, তবে গয়না-গাটি সাড়ি জামা যা আছে সব বেঁধে পুকুরের জলে ফেলে দেবো।

বাইরের বাড়ী থেকে গোমস্তার দল অন্দরে এসে বল্‌লে—আমাদের জবাব দিয়ে দিন মা'ঠান, খোকাই যদি চলে গেল আমরা এ শূন্য পুরীতে থাক্‌তে পারবো না।

রাজ্যে এই বিদ্রোহের ভাব দেখে চৌধুরী মশাই ঘন ঘন গড়গড়ার নল টান্‌তে লাগলেন।

যথা সময়ে খোকার চ্যালা-চামুণ্ডা দলেও গিয়ে এ সংবাদ পৌঁছুলো।

তারা সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। খোকাই যদি চলে যায় ত' দল একেবারে কাণা! কেইবা—তাদের দুষ্টুমির রসদ জোগাবে!

বোসেদের বাগানে চমৎকার এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা পেকে আছে, খোকা না থাক্‌লে তার সৎব্যবহার করাও ত মুস্কিল।

খোকা মাথা চুল্‌কে বল্‌লে, এক কাজ করলে হয়ত আমার যাওয়া বন্ধ হতে পারে।

সবাই লাফিয়ে উঠে বল্‌লে কি রে—কি? খোকা তাদের সবাইকে ইসারা করে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লে, চুপ্। তারপর ফিস্ ফিস্ করে জানালে—ভূতের ভয় বাবার বড্ড বেশী।

ভূতোর উৎসাহ সবার উপরে। বল্‌লে ভূত? নাম আমার ভূতো—আমার মতো কেউ ভূত সাজতে পারবে না। কিন্তু কি করতে হবে আমায় বল।

খোকা বল্‌লে, চ্যাচাস্ নে ভূতো—আস্তে কথা বল—শোন্—তুই ভূত সেজে আমাদের বৈঠকখানা ঘরে লুকিয়ে থাক্‌বি। সন্ধ্যের পর বাবা রোজ ওখানে বসে চিঠি পত্র লেখে। হঠাৎ পেছন থেকে মরা-কান্না সুরু করবি—আর দেখতে হবে না—

সবাই মহা উৎসাহিত হয়ে উঠল। গদাই বল্‌লে, তা হ'লে কি হবে বলনা!

খোকা বল্‌লে, একে ত' বাবারও ভয়ানক ভূতের

ভয়—! তার ওপর—নিরালা সন্ধ্যায় মরা কান্না শুনে মনে করবে—নিশ্চয়ই—বাড়ীতে কোনো অমঙ্গল হ'বে। তখন কি আর আমায় বাড়ী ছেড়ে যেতে দেবে?

অনেক বুদ্ধি পরামর্শ করে তাই স্থির হ'ল।

সন্ধ্যের মুখে ভূতো এসে লুকিয়ে থাকবে—তারপর যা—যা ঘটবে—সে পরের কথা।

এদিকে চৌধুরী মশাই সেই দিনই খোকার কল্‌কাতা যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন।

অন্দরে বিপ্লব সুরু হ'তে পারে মনে করে আগে কিছু জানান নি। স্থির করেছেন সন্ধ্যের পর নৌকো করে রওনা করিয়ে দিলে পরের দিন সকালবেলা ঠিক সময় ও ষ্টীমার ধরতে পারবে।

ঠিক সন্ধ্যের সময় ভূতো এসে চুপি চুপি খোকার সঙ্গে দেখা করলে। খোকা তাকে নিয়ে—তাদের অন্ধকার বৈঠকখানায় ঢুকলো। কর্ত্তা না এলে ত' চাকর ঘরে আলো জ্বাল্‌বে না।

সকালে দিনের আলোতে ভূতো খুব বড়াই করেছিল বটে, কিন্তু ঐ অন্ধকার ঘরে একা লুকিয়ে থাকতে সে তখন ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌লো।

খোকা বল্লে, আচ্ছা, ভয় পাস্‌নি ভূতো, আমিও তোর সঙ্গে থাক্‌চি।
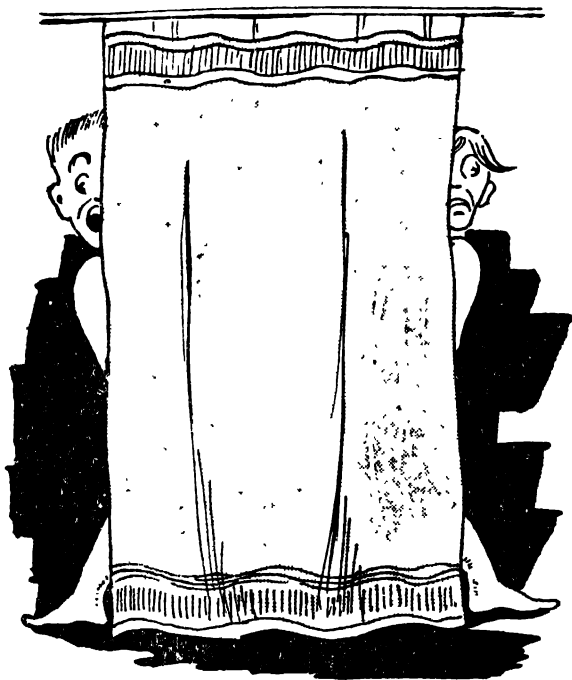
ঘরে একটা লম্বা পর্দ্দা ঝুল্‌ছিল—ছ'জনে গুটি গুটি তারই আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ কাট্‌লো—নাঃ—কারো দেখা নেই! এদিকে মশায় কাম্‌ড়ে তাদের দেহ দুটিকে বেশ পুরুষ্টু করে তুল্‌লো। তবু কেউ আসে না!

হঠাৎ—হ্যাঁ কে যেন আস্‌ছে—তার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চৌধুরী মশায়। ওরা তৈরী হয়েই ছিল। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের সে কী মরা কান্না!

* * * *

* * ৬

সেই শব্দ শুনে মূর্ত্তিটি প্রথমটা একটু থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর গিয়ে পর্দ্দা সরিয়ে দুজনের কান পাক্‌ড়ে ধরল।

চ্যাঁচামেচি শুনে বাড়ীর চাকরটা লণ্ঠন হাতে ছুটে আস্‌তেই দেখা গেল ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মশাই ভূতো আর খোকার কান পাক্‌ড়ে—হিড় হিড় করে ঘরের বাইরে নিয়ে আস্‌ছেন। কি কাজে তিনি চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ঠিক এই সময় চৌধুরী মশাইও কোত্থেকে বেড়িয়ে ফিরলেন।

তিনি চেঁচিয়ে বল্লেন—হেড্‌মাষ্টার মশাই, ভূতোটাকে ছেড়ে দিন। আর আপনার ঐ গুণধর ছাত্রটির কাণ ছাড়বেন না। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত—এ্যকে বারে হিড় হিড় করে—তারই ওপর—

ক্ষণজন্মা খোকার গ্রামের লীলা খেলা সেইদিনই ফুরুল!

—শেষ—